POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
3
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
5
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার ১ লা ফেব্রুয়ারী, 2018   14 জামাদিল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য ছাড়াই তৌহিদের দাবী করে তার কাছে আছে শুধু একটা শুষ্ক হাড়, যার মধ্যে কোন মজ্জা নেই। তার এই ধরণের তৌহিদের ঘোষণায় শয়তানও তার চাইতে উত্তম। কেননা, শয়তান যদিও বা বিদ্রোহী এবং অবাধ্য, তবুই সে এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদা আছেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির তো আসলে খোদার প্রতি কোন বিশ্বাসই নেই।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

তৌহিদ বা খোদার একত্বে বিশ্বাসী হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে খোদার রসূলের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। উভয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধ এমন যে, তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতেই পারে না। আর যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য ছাড়াই তৌহিদের দাবী করে তার কাছে আছে শুধু একটা শুষ্ক হাড়, যার মধ্যে কোন মজ্জা নেই। এবং তার হাতে আছে শুধু একটা মৃত প্রদীপ যাতে কোন আলো নেই। এছাড়া, এইরূপ ব্যক্তি মনে করে যে, যদি কোন লোক খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় রূপে বিশ্বাস করে, কিন্তু আঁ হযরত (সা.) কে মানে না, তথাপি সে নাজাত বা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে; তাহলে নিশ্চয় জানবে যে ঐ ব্যক্তির হৃদয় কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত। সে অন্ধ। সে তৌহিদের কিছুই জানে না যে, তৌহিদ কি জিনিস। এবং তার এই ধরণের তৌহিদের ঘোষণায় শয়তানও তার চাইতে উত্তম। কেননা, শয়তান যদিও বা বিদ্রোহী এবং অবাধ্য, তবুই সে এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদা আছেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির তো আসলে খোদার প্রতি কোন বিশ্বাসই নেই।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ১২১)

১২৩ জলসা সালানা কাদিয়ান: সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট (সূচনা থেকে ১২৬তম বছর)

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান দারুল আমানে ১২৩ তম বাৎসরিক জলসার সফল ও বরকতময় আয়োজন

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সমাপনী ভাষণ

*** ৪৪ টি দেশের প্রতিনিধি জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২০,০৪৮ * হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ অনুষ্ঠানে লন্ডনে ৫,৩০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। * তাহাজ্জুদের নামায, দরসুল কুরআন এবং যিকরে ইলাহীতে আকাশ বাতাস সুরভিত হয়ে উঠেছিল। * জামাতের আলেমদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান। * সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের পরিচিতিমূলক ভাষণ। * দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনুষ্ঠানের অনুবাদ সম্প্রচার* জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তী বিষয় সম্বলিত তথ্যচিত্র ও বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন * ৩২ টি নিকাহর ঘোষণা * প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রকাশ * মনোরোম আবহাওয়ায় জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন * ২০ থেকে ২২ শে ডিসেম্বর আরবী অনুষ্ঠান 'ইসমাউ সাউতাস সামা জা আল মসীহ জা আল মসীহ' অনুষ্ঠান কাদিয়ানের এম.টি.এ স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচার * ৩রা জানুয়ারী থেকে ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত The Messiah of the age শীর্ষক অনুষ্ঠান আফ্রিকার মানুষদের জন্য সম্প্রচার।**

আল হামদো লিল্লাহ গত ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে কাদিয়ানের সুবিশাল 'বুস্তানে আহমদ' প্রাঙ্গণে জলসা সালনা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল। পৃথিবীর ৪৪ দেশের মানুষ এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার আটচল্লিশ জন। জলসার প্রস্তুতি অনেক দিন পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। রাস্তা, ওলি-গলি এবং বিভিন্ন মহল্লায় সাফাই অভিযান চালানো হয়। বিদ্যুত বিভাগ এবং আলোকসজ্জা বিভাগের পক্ষ থেকে রাস্তা এবং বিভিন্ন গলিতে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। বেহেশতি মাকবারা, দারুল মসীহ, মসজিদ মুবারাক, মসজিদ আকসা এবং মিনারাতুল মসীহকে আলোকস্নাত করে তোলা হয় যা অত্যন্ত দর্শনীয় হয়ে ওঠে। এক সপ্তাহ পূর্বেই অতিথিদের আগমণ শুরু হয়ে যায়। আর জলসার দিনগুলি যতই কাছে আসতে থাকে কাদিয়ান দারুল আমানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে জলসার দিনগুলিতে অতিথিদের বিশাল সমাগম এই সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে।

মোয়ায়েনা কারকুনান (কর্মী সভা) এবং জলসার ব্যবস্থাপনা

২৫ শে ডিসেম্বর, ২০১৭

জলসার বিষয়ে মাননীয় মহম্মদ ইনাম গৌরী সাহেব, নায়ের আলা সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস

এর পর দুইয়ের পাতায়......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

(আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে হুযুরের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মীসভা এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনার নিরীক্ষণ করেন।

সকাল সাড়ে দশটায় জলসা প্রাঙ্গণ বুস্তানে আহমদ-এ মুয়ায়েনা কারকুনান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সর্ব প্রথম হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক এবং অতিথিসেবকদের সঙ্গে করমর্দন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মৌলবী মুরশিদ আহমদ ডার সাহেব এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর মাননীয় নাযের আলা সাহেব নিজের ভাষণ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, কর্মীরা হলেন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এক বৃহত যন্ত্রের কল-কব্জা বা যন্ত্রাংশ সদৃশ। যতক্ষণ সমস্ত যন্ত্রাংশ সঠিকভাবে কাজ করতে থাকবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে চলতে থাকবে। জলসা সালানার যাবতীয় কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রায় দুই ডর্জনের থেকে বেশি বিভাগ গঠন করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে সমস্ত বিভাগের নাযিম বা ব্যবস্থাপকগণ এবং তাদের সহকারিগণ উপস্থিত ছিলেন। নাযির সাহেব বলেন, এই অনুষ্ঠান জামাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি বা পরম্পরা। হুযুর আনোয়ার যেখানে থাকেন তিনি স্বয়ং এটি নিরীক্ষণ করেন এবং অন্যান্য স্থানে তিনি নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

তিনি কর্মীদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন- সমস্ত কর্মীকে সারাক্ষণ নিজেদের কর্তব্যে উপস্থিত থাকতে হবে। গভীর রাত পর্যন্ত জাগতে হলেও ফজরের নামাযে যেন অবশ্যই উপস্থিত হন আর দোয়ার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগি হন। যদি আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট থাকেন তাবে অতিথিরাও সন্তুষ্ট থাকবেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আতিয়েতার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন এবং সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আতিথেয়তা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী পাঠ করে শোনান।

এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন মাননীয় শোয়েব আহমদ সাহেব (জলসা সালানা অফিসার), মুযাফ্‌ফর আহমদ নাসের সাহেব (জলসা গাহ অফিসার), কে তারিক আহমদ সাহেব (খিদমতে খালক অফিসার) এবং সমস্ত নায়েব অফিসারগণ। সমস্ত নাযেম এবং অতিথিসেবকগণ নিজেদের সহকারি এবং স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে মঞ্চের সামনে সারিবদ্ধভাবে নিজের নিজের বিভাগে দন্ডায়মান ছিলেন।

প্রায় ২০ মিনিটের ভাষণের পর মাননীয় নাযের আলা সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯ শে ডিসেম্বর, ২০১৭

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

দূর দূরান্ত থেকে আগত আহমদীয়াতের অনুরাগীরা সকালে জলসা প্রাঙ্গণে এসে নিজেদের আসন গ্রহণ করতে থাকেন। তাদের সকলেই দোয়া উচ্চারণ করছিল আর পূর্ণ উদ্যম ও উচ্ছ্বাসে নারায়ে তাকবীর আল্লাহ্ আকবার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছিল। এই দৃশ্য অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক হয়ে থাকে।

পতাকা উত্তোলন

জামাতী রীতি অনুযায়ী একটি সুরক্ষিত সিন্দুকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নিরাপত্তায় আহমদীয়াতে পতাকা জলসা গাহে নিয়ে আসা হয়। মাননীয় হাফিয মাখদুম শরীফ সাহেব নাযের নশর ও ইশাত কাদিয়ান, মাননীয় ওয়াসীম আহমদ সিদ্দিক সাহেব, নাযের বায়তুল মাল আমদ, মাননীয় মহম্মদ নাসীম খান সাহেব, ওকীলুত তাবশীর, মাননীয় ইনায়েতুল্লাহ সাহেব, এডিশিনাল নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ ও তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি, মাননীয় জয়নুদ্দীন হামিদ সাহেব, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ ভারত, মাননীয় কে তারিক আহমদ সাহেব সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত সঙ্গে ছিলেন।

সকাল ১০টা ৮ মিনিটে মাননীয় জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব, সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দোয়া করান। পতাকা উত্তোলনের সময় লাউড স্পীকারে মঞ্চ থেকে 'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম.... এই দোয়ার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিল। জলসা গাহে উপস্থিত দর্শকরাও এই দোয়া পাঠ করে যাচ্ছিলেন।

মাননীয় জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনের সূচনা হয় তিলওয়াতের মাধ্যমে। মুরশিদ আহমদ ডার সাহেব সূরা নমলের ৬১-৬৫ নম্বর আয়াতের তিলায়ওয়াত ও উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

এর পর মাননীয় সভাপতি মহাশয় উদ্বোধনী ভাষন দান করে বলেন, আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র কারণে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এই কারণে আমি আপনাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই। তিনি জলসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে জলসা সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ঈমান উদ্দীপক উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- ' এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এর জন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা অচিরেই এতে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না। '

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৯০৫ সালে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার সূচনা করে যার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল যেন একটি পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেন ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর একটি ভাষণ 'নিযামে নও'-এর উদ্ধৃতি দিয়েও ওসীয়্যত ব্যবস্থার গুরুত্ব ও কল্যাণের উল্লেখ করেন।

এরপর কাদিয়ানে নুর হাসতালের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে 'আন নুর' নামে প্রকাশিত একটি স্মারক পুস্তিকার উন্মোচন করেন। মাননীয় হামীদ কাউসার সাহেব নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ মারকাযিয়া কাদিয়ানে নুর হাসপাতালে সেবামূলক কাজের বিবরণ তুলে ধরে স্মারক পুস্তিকার পরিচয় তুলে ধরেন। সভাপতি সাহেব পুস্তকটি উন্মোচন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাননীয় শিরাজ আহমদ সাহেব এডিশিনাল নাযির আলা জুনুবী হিন্দ এবং কাদিয়ান নুর হাসপাতালের প্রবন্ধক মাননীয় ডক্টর তারিক আহমদ সাহেব। এরপর সভাপতি মহাশয় দোয়া করান।

প্রথম দিন প্রথম অধিবেশন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর জলসার প্রথম অধিবেশনের সূচনা হয়। মাননীয় তানবীর আহমদ সাহেব, নায়েব এডিটর সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

'লোগোঁ শুনো কে যিন্দা খুদা ওহ খোদা নেহিঁ
জিস মেঁ হামেশা আদাতে কুদরত নুমা নেহিঁ'

এরপর অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় মৌলানা মহম্মদ করীমুদ্দীন সাহেব শাহেদ, সদর কাযা বোর্ড কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব। (ইসলাম এক জীবন্ত খোদার ধারণা উপস্থাপন করে)

তিনি সূরা বাকার ২৫৬ নম্বর আয়াত উপস্থাপন করে বলেন, বর্তমানে পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম পাওয়া যায় প্রত্যেকেরই ভিত্তি খোদা তা'লার অস্তিত্বের উপর টিকে আছে। কিন্তু ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন কেবলই প্রথা সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তবাদিতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিষ-বাষ্প তাদের ঈমান ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সূরা আনকাবুত-এর ৭০ নম্বর আয়াত অনুসারে, যে আল্লাহ্ তা'লার পথে সংগ্রাম করে, তাদের উপর জীবন্ত খোদার জীবন্ত জ্যোর্তিবিকাশ ঘটে। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের বাণীর আলোকে বলেন যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের জীবন্ত প্রমাণ একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

'কোই মাযহাব নেহিঁ এইসা কি নিশাঁ দিখলায়ে
ইয়ে সামার বাগে মুহাম্মদ সে হি খায়া হামনে

অর্থাৎ- এমন ধর্ম দ্বিতীয়টি নেই যেটি নিদর্শন দেখাতে পারে
এই ফল আমি মুহাম্মদের বাগান থেকেই লাভ করেছি।

এরপর তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার সমর্থনে প্রকাশিত প্লেগের নিদর্শনটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত মূসা (আ.) , হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মহম্মদ (সা.)-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন যে, কিভাবে আল্লাহ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তাদের সঙ্গে ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলেন যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের জীবন্ত প্রমাণ সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। ভাষণের শেষে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর উক্তি উপস্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন- আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন এই যুগের ইমাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ প্রাণদাসের অনুসরণে এই জীবন্ত খোদার বাণী জগতবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং তাদের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করতে পারি যে, জীবিত খোদা বিদ্যমান যিনি এখনও শোনেন, নিদর্শন দেখান। অতএব তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর।

এরপর আটের পাতায়.......

জুমআর খুতবা

কুরআন মজীদ, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকে মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণের সুউচ্চ মহান মর্যাদা, ঈমান ,নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের পুণ্যকর্মের উচ্চ মান সম্পর্কে আলোচনা এবং সেই সমস্ত পবিত্র উজ্জ্বল আভাময় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জামাতের সদস্যবর্গকে তাঁদের নমুনা, আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরনের তাগিদপূর্ণ উপদেশাবলী

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত ৮ই ডিসেম্বর , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৮ ফতাহ , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন মুহাজের ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা প্রথম সারিতে অবস্থান করে এবং তাদেরকে যারা উত্তমভাবে অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তত করে রেখেছেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে, এটি মহা সাফল্য।

(সূরা আত তাওবা : ১০১)

এই আয়াতে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের উল্লেখ রয়েছে যারা ছিলেন অগ্রগামী, যারা আধ্যাত্মিক মর্যাদায় ছিলেন সর্বোচ্চ মানে অধিষ্ঠিত আর নিজেদের ঈমানের মান এবং খোদার শিক্ষা অনুসারে কর্ম সম্পাদনকারীদের মধ্যে তারা বাকী সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তারা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন এবং পরবর্তীতে আগত লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যেন অন্যরা তাদের উত্তম আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এখানে সাহাবীদেরকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ আখ্যায়িত করেছেন আর ঘোষণা করেছেন যে, খোদা তা'লা তাদের ঈমানের মান এবং তাদের সেসব কর্মে সন্তুষ্ট যা তারা করে আসছিল আর তারাও খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। সর্বাবস্থায় তারা খোদার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা বলেন– যারাই এসব উত্তম আদর্শ অনুসরন ও অনুকরণ করবে, ঈমান, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং সৎকর্ম অব্যাহত রাখবে তারা খোদা তা'লার নেয়ামত পেতে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা সাহাবীদের সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করতে গিয়ে তাদের অনুসরণ ও অনুকরণকে হেদায়াত লাভের মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন।এক হাদীসে আছে– হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এটি বলতে শুনেছি যে, হুযূর (সা.) বলেছেন– আমি আমার সাহাবীদের অভ্যন্তরীণ মতভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে জিজ্ঞাসা করলাম আর আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি ওহী করলেন, [হে মুহাম্মদ (সা.)!] আমার দৃষ্টিতে তোমার সাহাবীদের মর্যাদা তেমন, যেমনটি আকাশে নক্ষত্রের হয়ে থাকে। তাদের কোনটি অন্য আরেকটি অপেক্ষা উজ্জ্বলতর কিন্তু সবকটির মাঝেই আলো রয়েছে। তাই যে ব্যক্তিই তোমার কোন সাহাবীর অনুকরণ ও অনুসরণ করবে আমার দৃষ্টিতে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত গণ্য হবে। (খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।) (মিরকাতুল মাফাতিহ, শারাহ মিশকাত, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২-১৬৩)

হযরত উমর (রা.) এও বলেছেন যে, হুযূর (সা.) বলেছেন– আমার সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্র তুল্য, তাদের যার-ইতোমরা অনুসরণ করবে হেদায়াত পেয়ে যাবে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের এই মর্যাদা দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেই আমাদের জন্য আলোক বর্তিকা। সাহাবীদের সম্মান ও মর্যাদা আর তাদের প্রতি খোদার সন্তুষ্ট হওয়া এবং খোদার প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা প্রসঙ্গেএক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "সম্মানীয় সাহাবাগণ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পথে সেই নিষ্ঠা ওআন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন যে, তারা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ –এর শুভ সংবাদ পেয়েছেন। এই মহান মর্যাদা সাহাবীরা লাভ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এই মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। (এই মর্যাদার যে কী শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য রয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।) আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া মানুষের নিজ যোগ্যতায় সম্ভব নয় বরং এটি খোদার ওপর নির্ভরশীলতা এবং খোদাকে বাদ দিয়ে অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আর আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও সমর্পনের সর্বোচ্চ স্তর যেখানে পৌঁছে মানুষের খোদার কাছে আর কোন প্রকার অভিযোগ ও অনুযোগ থাকে না। আর স্বীয় বান্দার প্রতি খোদার সন্তুষ্ট হওয়া নির্ভর করে বান্দার পরম নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, উচ্চাঙ্গের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যের ওপর। যা থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবীরা তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সকল স্তর অতিক্রম করেছিলেন।

পুনরায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন -"তোমরা নিজেদের হৃদয়কে পবিত্র কর যেন মহাসম্মানিত প্রভু তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন (আমাদেরকে তিনি নসীহত করছেন) আর তোমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। অর্থাৎ খোদার প্রতি কখনোই কোন প্রকারের অভিযোগ বা অনুযোগ না থাকে আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের নিষ্ঠা, সত্যতা ও বিশ্বস্ততাকে পরম মার্গে পৌঁছাতে হবে, নিজেদের পবিত্রতাকে পরম মার্গে উপনিত করতে হবে আর পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও পরম মার্গ অর্জন করতে হবে এবং আনুগত্যেরও পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।) এসব যদি হয় তাহলে মহাসম্মানিত প্রভু তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আর তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে। তখন তিনি তোমাদের দেহে, তোমাদের কথায় বরকত রেখে দিবেন। (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৯-১৪০)

যদি এই মর্যাদা অর্জিত হয় তাহলে বরকত লাভ হয়। অতএব, আমরা যদি খোদার নৈকট্য পেতে চাই তবে সাহাবীরা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। কোন ক্ষেত্রে যদি তাদের মাঝে পারস্পরিক মতভেদও দেখা যায় তবুও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় সমুজ্জ্বল নক্ষত্রই আখ্যায়িত করেছেন।

মহানবী (সা.) এক জায়গায় তাঁর সাহাবীদের পদমর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- আমার সাহাবীদের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে খোদাভীতিকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদেরকে আক্রমণ ও তীর্যক সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করা উচিত নয়। যারা তাদেরকে ভালোবাসবে আসলে তারা আমার ভালোবাসার কারণেই ভালোবাসবে এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে সত্যিকার অর্থে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে দুঃখ দিবে সে আমাকেই দুঃখ দিবে এবং যে আমাকে দুঃখ দেয় সে আল্লাহ্ তা'লাকে দুঃখ দেয় আর যে আল্লাহকে দুঃখ দেয় এবং অসন্তুষ্ট করে সে যে খোদার শাস্তির শিকার হবে তা স্পষ্ট।"

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মুনাকিব)

মহানবী (সা.) আরেক জায়গায় বলেন, 'আমার সাহাবীদের সম্পর্কে তোমরা বাজে কথা বলবে না।' আমাদের মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কা রয়েছে, তারা যখন পরস্পরকে দোষারোপ করে বিশেষ করে শিয়ারা তখন তারা সাহাবীদের সম্পর্কে অনেক বেশি বাজে কথা বলে থাকে।

মহানবী (সা.) বলেন, বাজে কথা বলবে না, তাদের কোন পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা করবে না। খোদার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ কর তবুও ততটা পুণ্য ও পুরস্কার লাভ করতে পারবে না যতটা তারা এক 'মুদ' বা এর অর্ধেক খরচ করে লাভ করেছিলেন।'

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলু আসহাব)

অতএব, তাঁরা সেই শ্রেণি যাঁদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক উচ্চ এবং আমাদের জন্য তাঁরা উত্তম আদর্শ। খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে আমাদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। কোথাও তাঁদের কারো বিরুদ্ধে কথা বলা বা কারো সম্পর্কে মাথায় কোন বাজে কথা আনা অথবা আমাদের নিজেদের নির্ধারিত মানদণ্ডে তাঁদেরকে পরিমাপ করা ভ্রান্ত পন্থা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সাহাবীদের পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আরো বলেন-

"ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াতদাতা (সা.)-এর সাহাবীরা তাঁদের খোদা ও রসূলের জন্য কী কী আত্মোৎসর্গ করেছেন। দেশান্তরিত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যা মাথা পেতে নিয়েছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তথাপি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্মুখ পানেই এগিয়ে গেছেন। অতএব, সেই বিষয়টি কী ছিল যা তাদেরকে এতটা আত্মোসর্গের প্রেরণায় বিলীন করেছে আর সত্যিকার ভালোবাসার প্রেরণায় এরা সমৃদ্ধ ছিলেন যার কিরণ তাঁদের হৃদয়কে আলোকিত করেছিল। তাই যে কোন নবীর সাথেই তুলনা করা হোক না কেন তাঁর শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি, নিজের অনুসারীদেরকে জগত বিমুখ করে তোলা আর বীরত্বের সাথে সত্যের জন্য রক্ত বিসর্জন দেওয়া- এই দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যাবে না। এই মর্যাদা মহানবী (সা.) এর সাহাবীদেরই জন্য বিশেষ। তাদের মাঝে পারস্পারিক যে ভালোবাসা ও প্রীতি ছিল তার চিত্র দু'টি বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে (কুরআনে) وَاَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ ؕ لَوۡ اَنۡفَقۡتَ مَا فِي الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا مَّاۤ اَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ অর্থাৎ তাদের মাঝে যে প্রীতি বিদ্যমান তা স্বর্ণের পাহাড়ও যদি ব্যায় করা হত তা আদৌ সৃষ্টি হত না। (আল-আনফাল: ৬৪) তিনি বলেন যে, এখন আরেকটি জামা'ত যেটি হল মসীহ্ মওউদের জামা'ত সেই জামা'তকে নিজেদের মাঝে সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে হবে। সাহাবীদের জামা'ত সেই পবিত্র জামা'ত ছিল যাদের প্রশংসায় কুরআন পরিপূর্ণ। তিনি (আ.) বলেন, আপনারা কি এমন? খোদা যেখানে বলেন যে, মসীহ্‌র সাথে সেই জামা'ত থাকবে যাঁরা সাহাবীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবেন। সাহাবা তারাই ছিলেন যারা নিজেদের ধন সম্পদ সত্যের জন্য উৎসর্গ করেছেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) -এর ঘটনা আপনারা প্রায় শুনে থাকবেন। একবার আল্লাহ্ তা'লার পথে আর্থিক কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হলে তিনি ঘরের সবকিছু নিয়ে এসেছেন। রসূলে করীম (সা.) যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, ঘরে কি রেখে এসেছো? তিনি বলেন, খোদা এবং রসূলকে ঘরে রেখে এসেছি। তিনি বলেন - " কেউ যদি মক্কার সরদার হওয়া সত্বেও কম্বল পরিহিত হয়" (হযরত আবু বাকার মক্কার সর্দার ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর কম্বলই তাঁর পোশাক হয়) " আর এভাবে দারিদ্রের মাঝে দিনাতিপাত করে, গরীবদের পোশাক পরিধান করে, ধরে নিতে পার যে, সে খোদার পথে শহীদ হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে এটি লেখা আছে যে, তাদের তলওয়ারের নিচে জান্নাত; কিন্তু আমাদের এত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়া সম্ভব নয়, কেননা মসীহ্ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ইয়াযাউল হারব' অর্থাৎ মসীহ্‌র সময় তরবারীর যুদ্ধ রহিত হবে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২-৪৩)

সাহাবাদের জীবন পদ্ধতির চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"দেখ মহানবী (সা.) এর সম্মানীয় সাহাবী রেজওয়ানুল্লাহে আলাইহি আজমাইন কি আরাম প্রিয়তা এবং পানাহারের জন্য বিলাসী ছিলেন, কাফেরদের উপর যারা জয়যুক্ত হয়েছিলেন তারা কি শুধু স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজসাধ্যতা সন্ধানের কারণে কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছেন? তিনি বলেন না, আসলে তা নয় বরং পূর্বের ঐশী পুস্তকে তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তারা রাতের বেলায় নামাযে দণ্ডায়মান হবেন এবং দিনে রোযা রাখবেন, তাদের রাত খোদার স্মরণে এবং ধ্যানে অতিবাহিত হত। তাদের জীবন কীভাবে কাটত? কুরআনে করীমে নিম্নলিখিত পবিত্র আয়াত তাদের জীবন পদ্ধতির যে পুরো চিত্র তুলে ধরে তা হল– وَمِنۡ رِّبَاطِ الۡخَيۡلِ تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمۡ অর্থাৎ, সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করে যদ্দারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।(আল-আনফাল: ৬১) এবং يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اصۡبِرُوۡا وَصَابِرُوۡا وَرَابِطُوۡا হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; এবং ধৈর্যশীলতায় (শত্রুদের সহিত) প্রতিযোগিতা কর এবং সীমান্ত রক্ষায় তোমরা সদা প্রস্তুত থাক । (আলে ইমরান: ২০১) তিনি বলেন 'রিবাত' শব্দের অর্থ সেই সব ঘোড়াকে বলা হয় যা শত্রুর সীমান্তে বেঁধে রাখা হয়। আল্লাহ্ তা'লা সাহাবীদেরকে শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। 'রিবাত' শব্দের মাধ্যমে তাদের পুরো এবং সত্যিকার প্রস্তুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাদের ওপর দু'টি দায়িত্ব ছিল, একটি হল বাহ্যিক শত্রুর মোকাবেলা দ্বিতীয়টি ছিল আধ্যাত্মিক মোকাবেলা। (আধ্যাত্মিক মোকাবেলার জন্য রিবাতের নির্দেশ রয়েছে। সবসময় সত্যিকার প্রস্তুতি রাখ।) তিনি বলেন যে, রিবাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হল প্রবৃত্তি আর মানব হৃদয়কেও বলা হয়। আর এটি সুক্ষ্ম কথা যে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ঘোড়াই কাজ করে। বর্তমানে ঠিক সেভাবেই ঘোড়ার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যেভাবে শিশুদেরকে স্কুলে বিশেষ যত্নসহকারে শেখানো হয়ে থাকে। যদি শেখানো না হয়, প্রশিক্ষণ দেওয়া না হয় তাহলে তা সম্পূর্ণভাবে অকমর্ণ্য থেকে যাবে এবং কল্যাণকর না হয়ে ভয়াবহ এবং ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৫)

অনুরূপভাবে মানবপ্রবৃত্তিকেও নিয়ন্ত্রণে আনা নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শেখানো আবশ্যক। আর 'রিবাত' তখন হবে যখন মানুষ, একজন মু'মিন জ্ঞানগত এবং কর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নতি করার চেষ্টা করে এবং নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সাহাবীদের আদর্শ কেমন ছিল যা মহানবী (সা.) এর পবিত্র আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে? এর কতক দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরব। একটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর নমূনা বা দৃষ্টান্ত মসীহ্ মওউদের উদ্ধৃতিতে দেখেছি যেখানে তিনি (রা.) ঘরের সব সাজ সরঞ্জাম ধর্মীয় প্রয়োজনের সময় নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর বিনয় এবং খোদাভীতি সংক্রান্ত ঘটনা শুনুন।

একবার হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) এর সাথে বিতর্ক হয়। তারা উচ্চস্বরে তর্ক করেন এবং রাগারাগি হয়। কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর হযরত উমরের কাছে যান এবং ক্ষমা চেয়ে বলেন যে, বেশি তর্ক বা রাগারাগির সময় কণ্ঠস্বর হয়তো বেশি উঁচু হয়ে গেছে এবং কঠোর ভাষা প্রয়োগ হয়েছে। তিনি (রা.) ক্ষমা চান কিন্তু উমর (রা.) ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন আর বলেন যে, আমি আপনার কাছে ক্ষমার জন্য এসেছি। মহানবী (সা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করুন। স্বল্পক্ষণ পর হযরত উমর (রা.)-এরও অনুশোচনা হয়। তিনি লজ্জিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, ভুল হয়ে গেছে। তিনি (রা.) ক্ষমা চাওয়ার জন্য হযরত আবু বকরের ঘরে যান । তিনি তাঁকে ঘরে পান নি। তারপর তিনিও মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন। তাঁকে দেখে রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র চেহারা অসন্তুষ্টি বশতঃ রক্তিম হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন দেখলেন যে রসূলে করীম (সা.) উমরের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এটি দেখে তিনি নতজানু হয়ে বসে যান এবং মহানবীর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এটি আমারই ভুল ছিল। আপনি উমরকে ক্ষমা করুন।

(বুখারী, কিতাব ফাযায়েলু আসহাব)

এই ছিল তাঁর বিনয় এবং খোদাভীতি। হযরত উমরও লজ্জিত ছিলেন এবং ক্ষমা চাইতে আসেন, উভয় পক্ষ থেকে অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে। এটি সেই সমাজ ছিল যা রসূলে করীম (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে বসবাসকারী মানুষ খোদার সন্তুষ্টিভাজন হয়েছেন।

হযরত উমরের বিনয় সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি হযরত উমরকেই বলেন যে, আপনি হযরত আবু বকরের চেয়ে উত্তম। হযরত উমর তখন কাঁদতে আরম্ভ করেন আর বলেন যে, খোদার কসম! হযরত আবু বকরের একটি রাত এবং একটি দিনই উমর এবং তার সন্তান-সন্ততির পুরো জীবনের চেয়ে উত্তম। তিনি বলেন, আমি কি সেই রাত এবং দিনের চিত্র তোমার সামনে বিবৃত করব? প্রশ্নকারী বলেন যে, হ্যাঁ, অবশ্যই। হযরত উমর বলেন, তাঁর রাত সেটি ছিল যখন মহানবী (সা.) কে হিজরত করে রাতের বেলা যেতে হয়েছে আর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন এবং তার দিন সেটি ছিল, যখন মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর আরব নামায পড়তে এবং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, সেই সময় তিনি আমার পরামর্শের বিপক্ষে জিহাদ করতে

সংকল্পবদ্ধ হন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তাতে সফলতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

(কুনযুল আমাল, কিতাবুল ফাযায়েল)

রসূলে করীম (সা.)-এর আরও এক মহান সাহাবী ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তিনি ইসলামের তৃতীয় খলীফাও ছিলেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং আরও অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনের খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, হযরত উসমান আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন এবং খোদাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন আর খোদার পথে সবচেয়ে বেশি আর্থিক কুরবানীও করতেন।

(আল আসাবা ফি তামীযীস সাহাবা)

যখন মসজিদে নববী সম্প্রসারণের প্রশ্ন আসে, তখন মহানবী (সা.) বলেন, চতুপার্শ্বের যত ঘর আছে সেগুলোকে মসজিদের গণ্ডিভুক্ত করা উচিত। স্পষ্টতই মানুষের কাছে সেই সব ঘর ক্রয় করতে হত। তখন হযরত উসমান (রা.) এগিয়ে আসেন, তাৎক্ষণিকভাবে নিজের সেবা এবং নিজের খেদমত উপস্থাপন করে বলেন যে, আমি ক্রয় করব। ১৫ হাজার দিরহামে সেই জায়গা তিনি ক্রয় করেন। মুসলমানদের পানির সমস্যা দেখা দেয়। ইহুদীর কূপ ছিল তাই সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করার পথে বাধা ছিল । তিনি ইহুদীর কাছ থেকে সেই মূল্যে ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেন যা সেই ইহুদী চেয়েছিল।

(সুনান নিসাঈ, কিতাবুল এহবাস)

এই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর সহানুভূতি। এরপর রয়েছেন হযরত আলী (রা.)। আমীর মুয়াবিয়া কাউকে হযরত আলীর গুণাবলী বর্ণনা করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, আমি যা বর্ণনা করব আপনি তা শুনবেন ধৈর্য্যের সাথে। তিনি বলেন যে, হ্যাঁ। আমরা জানি যে, তাদের দু'জনের মাঝে বিরোধ ছিল। তিনি বলেন যদি শুনতেই হয় শুনুন। তিনি অসীম সাহসী এবং প্রবল শক্তিশালী ছিলেন। স্থির সংকল্প হয়ে কথা বলতেন আর ন্যায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। তার মুখ থেকে জ্ঞানের প্রস্রবণ প্রবাহিত হত, তার চতুরপার্শ্বে প্রজ্ঞা বিরাজ করত। জগত এবং এর আড়ম্বরতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। রাত এবং রাতের নির্জনতাই ছিল তাঁর নিকট প্রিয়। অর্থাৎ রাতের ইবাদত তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল, বস্তুবাদিতায় লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তিনি অনেক বেশি ক্রন্দন করতেন। দীর্ঘ ধ্যানে অভ্যস্ত ছিলেন। আর আমাদের মাঝে আমাদের মতই সাদা মাটা জীবন যাপন কাটিয়ে দিতেন। খোদার কসম, তার প্রতি ভালোবাসা এবং নৈকট্যের সম্পর্ক সত্ত্বেও তার প্রতাপের কারণে আমরা কথা বলা থেকে বিরত থাকতাম। খোলামেলা ভাবে কথা বলতে পারতাম না। ধার্মিক লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন, মিসকিনদের পাশে জায়গা দিতেন, শক্তিশালীকে তার মিথ্যা মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ দিতেন না। শক্তিশালী ব্যক্তি মিথ্যা অবস্থান নিত, লোভ লালসার ভিত্তিতে যদি সুযোগ নিতে চাইত, তিনি তাদেরকে সুযোগ দিতেন না, তাকে সেখানেই ধৃত করতেন। আর দুর্বল তার ন্যায় বিচারের বিষয়ে কখনও নিরাশ হত না। এই ছিল হযরত আলীর বৈশিষ্ট্যাবলী। মুয়াবিয়া এটি শুনে বলেন যে, তুমি সত্য বলেছ এবং তিনি কেঁদে উঠেন।"

(ইসতেয়াব ফি মোয়েরেকাতুল আসহাব,৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৮-২০৯)

মহানবী (সা.) এর এক সাহাবী ছিলেন আব্দুর রহমান বিন আওউফ। কুরবানী এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক বেশি মর্যাদা ছিল। আথিক কুরবানী করতেন। অনেক বড় সম্পদশালী ব্যাবসায়ী ছিলেন, প্রাচুর্য ছিল সম্পর্দের। একবার এক ব্যক্তি খানা কাবার তাওয়াফ করার সময় কারো দোয়া করার আওয়াজ শুনে যে, হে আল্লাহ্! আমাকে আমার নফসের কার্পণ্য থেকে রক্ষা কর। যখন তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে এই ব্যক্তি কে, তিনি ছিলেন আব্দুর রহমান বিন আওউফ।

(ইসতেয়াব ফি মোয়েরেকাতুল আসহাব,৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৮)

একবার তার এক বাণিজ্য কাফেলা মদিনায় আসে, তাতে সাতশত উট বোঝাই গম, আটা এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ছিল। মদিনায় এত বড় কাফেলা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যে, অনেক বড় এক বাণিজ্য কাফেলা এসেছে। এই সংবাদ হযরত আয়েশা (রা.) পর্যন্ত পৌঁছায়। হযরত আয়েশা বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে শুনেছি যে, আব্দুর রহমান বিন আওউফ জান্নাতি। হযরত আব্দুর রহমান এই সুসংবাদ শুনে হযরত আয়েশার কাছে আসেন এবং বলেন আপনাকে সাক্ষী রেখে এই খাদ্য সামগ্রী বোঝাই এই কাফেলা উটসহ আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করছি।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৮)

আব্দুর রহমানের পদমর্যাদা এটি থেকে ধারণা করুন। একবার হযরত খালেদের সাথে আব্দুর রহমানের বিতর্ক হয়, মহানবী (সা.) বলেন যে, হে খালেদ! আমার সাহাবীকে কিছু বলবে না। তোমাদের কেউ যদি ওহুদের সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে তাহলেও আব্দুর রহমান বিন আওউফের সেই প্রভাত এবং সন্ধ্যার সমান কুরবানীও করতে পার না যা তিনি খোদা তা'লার পথে জিহাদ এবং কুরবানী করে অতিবাহিত করেছেন।

(কুনযুল আমাল, ১৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৩)

এক সাহাবী ছিলেন হযরত সাদ বিন ওয়াকাস। ইসলাম গ্রহণের পর তার ঈমানের ঘটনা তিনি নিজেই এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি আমার মা বলেন যে, এটি কেমন নতুন ধর্ম তুমি অবলম্বন করলে? তোমাকে এই ধর্ম পরিত্যাগ করতেই হবে। নতুবা আমি পানাহার ত্যাগ করব। আমি আমরণ অনশন করব। তখন কি হবে? মানুষ তোমাকে বলবে যে, মাকে হত্যা করেছে। এই অভিযোগে তুমি অভিযুক্ত হবে। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, মা এমনটি কর না, কেননা আমি কোনভাবে আমার ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারব না, কিন্তু মা সম্মত হয় নি। তিন দিন, তিন রাত কেটে গেছে, সে অন্ন-জল গ্রহণ করে নি। যখন সে ক্ষুধায় কাতর ছিল, তখন আমি তাকে গিয়ে বললাম যে, খোদার কসম! যদি আপনার সহস্র প্রাণ থাকে আর একে একে তা দেহত্যাগ করতে থাকে, তবু আমি আমার ধর্ম পরিত্যাগ করব না। ছেলের এই সংকল্প দেখার পর মা পানাহার আরম্ভ করে।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৪)

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পিতামাতার কথা অবশ্যই মান, সেবা কর কিন্তু যেখানে ধর্মের প্রশ্ন আসে, আল্লাহ্র বিষয় আসে সেখানে অবশ্যই আল্লাহর কথা মানতে হবে। মহানবী (সা.) এর সেবা করা এবং নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব পালনেরও তাঁর সৌভাগ্য হয়েছে। হযরত আয়েশা বলেন, মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আসেন, সেই সময় পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল। তিনি নিরাপদে ঘুমাতে পারতেন না। বেশ কয়েক রাত এভাবে কেটেছে। একরাতে তিনি বলেন যে, খোদার কোন বান্দা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করলে কতই না ভাল হত। বিপদ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে আর আমিও কিছুটা আরাম করার সুযোগ পাব। সামান্য আরাম করতেন তিনি। এই কথা বলতেই হঠাৎ করে অস্ত্রের ঝনঝনানি কানে আসে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন কে? তিনি উত্তর দেন আমি সাদ। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন তোমার আগমণের কারণ? তিনি বলেন, আপনার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়, তাই আমি পাহারা দিতে এসেছি। মহানবী (সা.) এরপর নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন করেন এবং দোয়া করের সাদ (রা.) এর জন্য।

(সহী মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলু আসহাব)

আরও একজন সাহাবী হলেন হযরত জুবায়ের বিন আল আউওয়াম। খোদাভীতি তার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, তার আশঙ্কা থাকতো যে, কোথাও এমন কথা না বলি যার কারণে আমি খোদার হাতে ধৃত হই। একবার তাঁর পুত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি অন্যান্য সাহাবীর মত এত বেশি হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? তিনি বলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই কখনও মহানবী (সা.) থেকে আমি পৃথক হই নি, সব সময় তাঁর সাথেই থেকেছি; কিন্তু রসূলে করীম (সা.) এর এই সতর্কবাণীকে ভয় করি [অনেক কথা শুনেছি, অনেক রেওয়ায়াত আছে আমার কাছে, অনেক কথা জানি আমি কিন্তু মহানবী (সা.) এর এই সতর্কবাণীকে আমি ভয় করি] যে আমার প্রতি ভুল কথা আরোপ করবে সে জাহান্নামকেই নিজের ঠিকানা বানাবে। অর্থাৎ এমন কোন কথা না আমি বলে বসি, যা আমি বুঝি নি যা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যাবে। এই কারণে আমি সব সময় ভীত-ত্রস্ত থাকি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম)

তার মাঝে বীরত্ব এবং সাহসিকতাও অসাধারণ ছিল। এত বেশি ছিল যে, আলেকজান্দ্রিয়ার পরিবেষ্টন যখন দীর্ঘ হয়ে যায় তিনি সিঁড়িতে করে দূর্গের প্রাচীর অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। সাথীরা এ কথা বলেন যে, দূর্গে ভয়াবহ প্লেগ বিরাজ করছে তিনি বলেন কোন অসুবিধা নেই, আমাদের দায়িত্ব প্লেগের মুকাবেলা করা। তিনি কথা শুনেন নি আর দূর্গের দেওয়ালে আরোহণ করেন। অনেক সম্পদশালী ছিলেন, যে সম্পদই আসত তার বেশিরভাগ আল্লাহ্র পথে ব্যায় করতেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ)

আরেক সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁর নাম হল তালহা বিন উবায়দুল্লাহ। তিনিও সম্পদশালী সাহাবী ছিলেন। খোদা তা'লার পথে আর্থিক কুরবানী করতেন। একবার তাঁর সম্পত্তির একটা অংশ সাত লক্ষ

দেরহামে হযরত উসমানের কাছে বিক্রি করেন আর সব টাকা খোদা তা'লার পথে ব্যয় করে দেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৭)

আতিথেয়তা তার অসাধারণ এক বৈশিষ্ট্য ছিল। একবার এক গোত্রের তিন দরিদ্র ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, সাহাবীদের মাঝে কে এদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিবে? হযরত তালহা সানন্দে সম্মত হন এবং তিনজনকে নিজের ঘরে নিয়ে যান, সেখানেই তাদের রাখেন এবং আতিথেয়তা করেন। এমনকি তাদেরকে ঘরের স্থায়ী সদস্য বানিয়ে নেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর পর তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৭)

হযরত তালাহ বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রেও কোন ত্রুটি রাখতেন না।

হযরত কাব বিন মালেক বলেন যে, তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে তাকে যখন বয়কটের শাস্তি দেওয়া হয় আর এরপর মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে তার ক্ষমার কথা ঘোষণা করেন আর তিনি রসূলুল্লাহর অধিবেশনে আসেন হযরত তালহা উন্মাদ প্রায় ছুটে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং করমর্দন করে তাকে সাধুবাদ জানান। হযরত কাব সব সময় বলতেন, হযরত তালহার মত অভ্যর্থনা এবং আন্তরিকতা অন্য কেউ প্রদর্শন করে নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক রাখে, স্বামীদের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাও তার এক স্ত্রী বর্ণনা করেন। হযরত তালহা হাসি মুখে ঘরে ফিরে আসতেন। অনেক কাজ করতেন বাইরে, ব্যস্ততা থাকত, সব কিছুই হত। কিন্তু ঘরে এমন চেহারা নিয়ে প্রবেশ করতেন না যে ঘরের লোক চেহারা দেখে ভয়ে গুটিয়ে যাবে বরং হাসি খুশি ঘুরে ফিরে আসতেন এবং হাসি খুশি চেহারায় ঘরের বাইরে যেতেন। ঘরের লোকদের সাথেও ভাল ব্যবহার ছিল। আর সব সময় হাস্যোৎফুল্ল থাকতেন। ঘরে এক মেজাজ আর বাইরে আর এক- এমনটি করতেন না। কিছু চাইলে কখনও তিনি কার্পণ্য করতেন না, চাইলে দিয়ে দিতেন। আর নীরব থাকলে হাত পাতার অপেক্ষা করতেন না, অর্থাৎ কেবল হাত পাতলে দিবেন এমন নয় বরং যা প্রয়োজন তার ওপর দৃষ্টি রাখতেন, ঘরের লোকদের প্রয়োজনের ওপর দৃষ্টি রাখতেন, চাহিদা পুরণ করার চেষ্টা করতেন। চার স্ত্রী ছিল তাঁর। চার জনই খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। কেউ তার প্রতি সৎ ব্যবহার করলে তিনি কৃতজ্ঞ হতেন। আর কেউ ভুল করলে তিনি ক্ষমা করতেন।

এই ছিল সেই নীতি যা ঘরে শান্তিতে পর্যবসিত হয়, যা স্বামী স্ত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। অতএব, এটিও আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

(কুনযুল আমাল, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা: ১৯৮-১৯৯)

ওবায়দুল্লা বিন মাসউদ নামে একজন সাহাবীর খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) তাকে কুফাবাসীদের শিক্ষা এবং তরবীয়তের জন্য নিযুক্ত করেন আর কুফাবাসীদের বলেন যে, মদীনায় তাঁর ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তোমাদের কারণে আমি ত্যাগ স্বীকার করে তোমাদের সুশিক্ষা এবং তরবিয়তের জন্য তাকে প্রেরণ করছি।

(আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৫-১৩৬)

এটি ছিল তার পদমর্যাদা। হযরত উসমানও তার এই মর্যাদা বহাল রাখেন এমনকি তাঁকে কুফার আমীর নিযুক্ত করেন। একই সাথে কাজী এবং বায়তুল মালের দায়িত্ব তাঁর কাছেই ছিল। কুফাবাসীদের মাঝে অনেক দুষ্কৃতিও ছিল, অনেক সমস্যা দেখা দেয়, সেই কারণে হযরত উসমান তাকে এমারত থেকে অপসরন করে মদীনায় ডেকে পাঠান। কুফাবাসীরা বলে যে, আপনি ফিরে যাবেন না, এখানেই থাকুন। আপনার যাতে কোন ক্ষতি না হয় এটি সুনিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। তখন হযরত ওবায়দুল্লাহ মাসুদ বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের আনুগত্য করা আমার জন্য আবশ্যক আর খলীফার অবাধ্য হয়ে কোন অশান্তির সূত্রপাত করা আমার কাছে একেবারেই অসাধ্য বিষয়। এরপর মদীনায় ফিরে যান তিনি। তাঁর সম্পর্কে এক বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি অনেক সাহাবীর বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের জগত বিমুখতা এবং পরকালের প্রতি ভালবাসার মহিমাই ভিন্ন ছিল।

(আল আসাবা ফি তামীযুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০১)

বাহ্যতঃ তিনি খুবই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলেন। দুনিয়ার প্রতি অনিহা সত্ত্বেও তাঁর এক খাদেম বা সেবক বলেছেন যে, উৎকৃষ্ট মানের শুভ্র পোশাক পরতেন সবচেয়ে উন্নতমানের সুগন্ধি লাগাতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত তালহা বলেন, তাঁর সুগন্ধি এমন ছিল, এত উন্নত মানের ছিল যে, রাতের অন্ধকারেও সুগন্ধি এবং সৌরভ পেলে বোঝা যেত যে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আসছেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২০১)

জাগতিক বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার করতেন ঠিকই, কিন্তু দুনিয়ার প্রতি কোন আকর্ষণ তার ছিল না।

হযরত বেলাল (রা.)-এর জীবনের দৃষ্টি দিলে দেখবেন, তিনি সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু সব সময় এক আল্লাহ্র জয়ধ্বনিই উত্তোলন করেছেন। শক্ত পাথর এবং গরম বালির উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সব সময় 'আহাদ' 'আহাদ'- ঘোষণাই করেছেন। 'লা ই-লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' ঘোষণা করেছেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১২৪)

সা'দ বিন মাস আনসারী (রা.)-এর ঘটনা লক্ষ্য করুন। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি আনসারদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আনসারদের প্রতি মহানবী (সা.) -এর যে প্রত্যাশা ছিল তা তিনি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার সত্যায়ন করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন সেই শিক্ষাই সত্য আর আমরা দৃঢ় অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়েছি যে সব সময় আপনার কথা শুনে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে আনুগত্য করব। হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনি এগিয়ে যান, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদেরকে সাথে পাবেন। আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার আদেশ দিলে আমরা তাতে ঝাঁপ দিব। আমাদের একজনও পিছিয়ে থাকবে না আর আমরা শত্রুর মোকাবেলাকে ভয় পাই না। বীরত্বের সাথে কীভাবে মোকাবেলা করতে হয় তা আমরা ভালোভাবে জানি। আমরা পূর্ণ আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে এমন বিষয়াদি দেখাবেন যা দেখে আপনার নয়ন স্নিগ্ধ হবে। অতএব, আপনি যেখানে চান আমাদেরকে নিয়ে চলুন।

(সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ৪২১)

এরাই ছিলেন তারা যারা নিজেদের অঙ্গিকার রক্ষা করেছেন এবং উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই কয়েকজন সাহাবীর জীবনাদর্শ আমি তুলে ধরলাম। ইতিহাস তাদের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ রয়েছে। এরা সেই শ্রেণি যারা আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

" কুরআন ব্যতিরেকে সাফল্য এক অসম্ভব বিষয়। এমন সাফল্য এক কাল্পনিক বিষয় যার সন্ধানে এরা ছুটছে। সাহাবীদের জীবনাদর্শ সামনে রেখে দেখ তারা যখন খোদার রসূল (সা.) এর অনুসরন এবং আনুগত্য করেছেন, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন তখন সেই সব প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দিয়েছিলেন তা পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম দিকে বিরোধীরা হাসি-তিরস্কার করত যে, বাইরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না আর বাদশাহ হওয়ার দাবি করে। কিন্তু মহানবী (সা.) এর আনুগত্যে বিলীন হয়ে তারা সেসব কিছু পেয়েছেন যা শত শত বছর ধরে তাদের ভাগ্যে জুটে নি। তারা কুরআন এবং রসূলে করীম (সা.)-কে ভালোবাসতেন আর কুরআন এবং রসূলের আনুগত্য করার জন্য দিনরাত সচেষ্ট থাকতেন। সেই সমস্ত রীতি-নীতির ক্ষেত্রেও তাদের কখনও অনুসরণ করতেন না যেগুলি কাফেররা তাদেরকে করতে বলত। (ঈমান আনার পর কাফেরদের সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন, কাফেরদের রীতি নীতি পরিত্যাগ করেন, একশতভাগ ইসলামের অনুসরণ শুরু করেন) ইসলাম যত দিন এই অবস্থায় ছিল ইসলামের উন্নতির দিন ছিল তুঙ্গে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৭)

ইসলামের নক্ষত্র ছিল তুঙ্গে, ইসলাম উন্নতিও করতে থাকে।

অন্যত্র সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: রসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা এত বিশ্বস্ত এত অনুগত ছিলেন যে কোন নবীর শিষ্যদের মাঝে এ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে কুরআন তাদের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। লেখা আছে যে, যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা নাযেল হয়, যত মদ মটকায় ছিল তা ফেলে দেওয়া হয় আর এত পরিমাণ মদ ফেলে দেওয়া হয় যে, নালা নর্দমা ভরে যায় আর এরপর কেউ কখনও মদপান করে নি। (একবার তওবা করার পর আর কখনও তারা মদ পান করেন নি) আর মদের তারা

এরপর আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.)–এর কতিপয় সাহাবাগণ রিযওয়ানিল্লাহি আলাইহিম আজমাইন-এর জীবন এবং তাদের নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গ, ইবাদতের প্রতি একাগ্র চিত্ততা, খোদার পথে ত্যাগ স্বীকার, উন্নত চরিত্র প্রদর্শনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের পুণ্যময় আদর্শকে অনুসরন করার জন্য জামাতের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

মুকাররম ফহীম ডিফেন থলার সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা আরিশা ডিফেন থলার সাহেবার মৃত্যু। মরহুমা সেখানে অনাথদের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত দারুল ইকরাম নামে একটি প্রতিষ্ঠানে ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলেন। মরহুমার নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং তাঁর জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ২২ শে ডিসেম্বর **, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২২ ফতাহ , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,গত খুতবায় আমি সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহে আলাইহিমের মহিমা, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব আর তাদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলেছিলাম। কয়েকজন সাহাবীর জীবনাদর্শ তুলে ধরেছিলাম, আরো কিছু বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়ের (অপ্রতুলতার) কারণে সম্ভব হয়ে উঠে নি। মানুষের চিঠিপত্র পাওয়ার পর আমি অনুভব করলাম, যে নোট আমি নিয়েছিলাম অন্তত পক্ষে তা শুনিয়ে দিই যেন সাহাবাদের অবস্থা ও তাদের কুরবানী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি তাদের জীবনাদর্শ অবলম্বনের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাই আমি আজকে এ প্রেক্ষাপটেই কথা বলব।

মহানবী (সা.)-এর একজন মহান সাহাবী ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন আল জাররাহ। সাহাবী হিসেবে নিশ্চয় তাঁর অনেক বড় এক মর্যাদা ছিল। তিনি অনেক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে মহানবী (সা.) যে সনদ তাকে প্রদান করেছেন, তার উল্লেখ রেওয়ায়েতে এভাবে দেখা যায় যে, নাজরানের প্রতিনিধি দল যখন কাউকে তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের জন্য পাঠানোর অনুরোধ করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাদের কাছে অবশ্যই এমন এক ব্যক্তি প্রেরণ করব অর্থাৎ এমন এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব যিনি বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক হবেন। সেই সময় মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা ঘাড় সোজা করে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন যেন তারা দেখতে পান যে, মহানবী (সা.) কাকে এই সম্মান দান করছেন। তিনি (সা.) বলেন, আবু উবায়দা দাঁড়িয়ে পড়ুন। এরপর হযরত আবু উবায়দাকে সেখানে পাঠানোর ঘোষণা করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মুগাযী)

তাঁর সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর এক উক্তি হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সকল উম্মতের একজন আমীন বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে থাকে, হে আমার উম্মত! আমাদের আমীন বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন উবায়দা বিন জাররাহ।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মুনাকিব)

এটি কত মহান এক সম্মান যাতে তিনি (সা.) তাঁকে ভূষিত করেছিলেন। ওহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাঁর এমন একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা তাঁকে এক সুমহান মর্যাদা দিয়েছে।

ওহদের যুদ্ধে প্রথমে মুসলমানরা জয় লাভ করেছিল। কিন্তু একটি স্থান ছেড়ে দেওয়ার কারণে কাফেররা পুনরায় আক্রমণ করে আর ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে প্রবলভাবে পাথর বর্ষিত হচ্ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের অবস্থা যখন পাল্টে যায় তখন তারা অনেক পাথর নিক্ষেপ করে আর মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করেও তারা পাথর ছুড়ে মারে। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শরীরেও খুব পাথরের জোর আঘাত লাগে। মহানবী (সা.)-এর মাথার বর্মের দু'টো লোহার আংটা ভেঙ্গে তাঁর পবিত্র গালে প্রবেশ করে। হযরত আবু উবায়দা হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র গাল থেকে এই আংটা বের করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রথমে একটি আংটা তিনি তার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে জোরে টান দেন। গভীরে প্রথিত ছিল, সেটি বেরিয়ে আসে কিন্তু এতটা শক্তি প্রয়োগ করতে হয় যে, সেই আংটা বের হতেই হযরত আবু উবায়দা ছিটকে পিছনে পড়ে যান। একই সাথে তার সম্মুখের একটি দাঁতও ভেঙ্গে যায়। এরপর তিনি দ্বিতীয় আংটাও দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেজোরে টান দিয়ে বের করেন আর এরফলে তার দ্বিতীয় দাঁতও ভেঙ্গে যায় আর পুনরায় তিনি একইভাবে পিছনে পড়ে যান। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলে সেটি এমন গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। এটি ছিল সেই প্রেম ও একাত্মতার ঘটনা যা চিরকাল আবু উবায়দার নামকে জীবিত রাখবে। ঘটনায় পাওয়া যায় যে, তখন মানুষ বলত– সামনের দুই দাঁত ভাঙ্গা আবু উবায়দার মত এমন সুদর্শন মানুষ আমরা আর দেখি নি।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৮)

দাঁত ভেঙ্গে গেলে চেহারায় সৌন্দর্যে সাধারণত কিছুটা প্রভাব পড়ে কিন্তু বলা হয়, দাঁত ভাঙ্গা সত্ত্বেও তাঁর সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাঁর বিনয়, পারস্পারিক সহযোগিতা এবং প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে বিষয়ের নিষ্পত্তি–সংক্রান্ত ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এক অভিযানে মহানবী (সা.) আমর বিন আসকে সেনাপতি করে পাঠান। সেখানে গিয়ে জানা যায়, শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের সেনাবাহিনীতে বেশির ভাগ লোক বেদুইন ছিল। মুহাজের আর প্রবীণ সাহাবীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ অবস্থায় হযরত আমর বিন আস মহানবী (সা.)-এর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। এতে মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দার নের্তৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন আর তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দাকে নসীহত করে বলেন, উভয় আমীর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে। সৈন্যদল যেহেতু সাহায্যের জন্য এসেছে, তাই পরে আগমণকারীরা তারই অধীনে কাজ করবে- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হযরত আমর বিন আস আবু উবায়দার সৈন্যদেরকে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া আরম্ভ করেন। যদিও হযরত আবু উবায়দার অধীনস্থ বুযূর্গ সাহাবীরা বলেছিলেন, হযরত আবু উবায়দাকে মহানবী (সা.) আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন আর সেনাবাহিনীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আমীর হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং বলেছিলেন, তোমরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে। আমর বিন আস নিজ বাহিনীর সেনাপতি এবং তিনি তার বাহিনীর সেনাপতি কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। কিন্তু আমর বিন আস বলেন, আমিই আমীর, কেননা আমাকে প্রথমে পাঠানো হয়েছে। তখন কোন বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে হযরত আবু উবায়দা বলেন, যদিও মহানবী (সা.) আমাকে এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আমীর হিসেবে পাঠিয়েছেন কিন্তু একই সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশও দিয়েছেন, তাই আমার পক্ষ থেকে আপনি পূর্ণ সহযোগিতাই পাবেন। আপনি আমার কথা মানুন বা না মানুন, আমি সব বিষয়েই আপনার আনুগত্য করব।

(আসাবা ফি তামীযিস সাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৮)

অতএব, পরিস্থিতির সংবেনশীলতা আঁচ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিজের প্রাপ্য অধিকারও ত্যাগ করার একটি দৃষ্টান্ত। এই পারস্পরিক সহযোগিতাই মুসলমানদেরকে আজ এক মহান শক্তিতে পরিণত করতে পারে। মুসলমানদের জন্য আজ এটি একান্ত প্রয়োজন। হায়! মুসলমান নেতৃবৃন্দ যদি এটি বুঝত যে, কীভাবে

এরপর তেরোর পাতায়......

প্রথম খুতবার শেষাংশ.......

ভয়াবহ শত্রু হয়ে যান। দেখ আনুগত্যের ক্ষেত্রে এটি কত বড় অবিচলতা এবং দৃঢ়চিত্ততা ছিল। যে আন্তরিক উষ্ণতা, বিশ্বস্ততা, প্রেম ও ভালোবাসার সাথে তারা মহানবীর আনুগত্য করেছে অন্য কেউ কখনও করে নি। মূসা (আ.) এর জামা'তের অবস্থা অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, তারা বেশ কয়েকবার পাথর মারতে চেয়েছে। ঈসা (আ.)-এর শিষ্যরা এত দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিল যে, স্বয়ং খ্রিষ্টানদেরও তা স্বীকার করতে হয়। আর হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং ইঞ্জিলে তাদের নাম রেখেছেন যে দুর্বল ঈমান। তারা তাদের শিক্ষকের প্রতি অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার নমুনা দেখিয়েছে। বিপদের সময় তাঁকে একা ছেড়ে চলে গেছে। একজন তাকে ধরিয়ে দেয় আর দ্বিতীয়জন তাকে অভিশাপ দিয়ে তাকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সাহাবা রিযওয়ানিল্লাহে আলাইহিম এমন গভীর ভালোবাসা রাখতেন, এমন আত্মনিবেদনের প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন নি। আর ঈমানের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। তারা ইবাদতকারী, দুনিয়া বিমুখ, উদার, সাহসী এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। ঈমানের এই গুণগুলো অন্য কোন জাতির মাঝে দেখা যায় না।"

তিনি আরো বলেন- " ইসলামের সূচনাতে সাহাবীদেরকে যত বিপদাবলী এবং কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তার দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতির মাঝে দেখা যায় না। এই বীর জাতি সেই বিপদাবলী মাথায় পেতে নেওয়া সহ্য করেছেন কিন্তু ইসলামকে পরিত্যাগ করেন নি। এই সমস্ত বিপদাবলীর যে চরম রূপ ছিল সেটি হল তাদেরকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। মহানবী (সা.) এর সাথে তাদেরকে হিজরত করতে হয়েছে। আর খোদার দৃষ্টিতে কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তারা যখন শাস্তিযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়, আল্লাহ্ তা'লা এইসব সাহাবীদেরকেই এই অবাধ্য জাতিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। সেই জাতি যারা মসজিদে দিবারাত্র খোদার ইবাদত করত, যাদের সংখ্যা খুব কমই ছিল, বিরোধীদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যাদের কাছে যুদ্ধ সাজ-সরঞ্জাম ছিল না, যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে আসতে হয়েছে। ইসলামী সব যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৮)

আরেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, রসূলে করীম (সা.) এবং সাহাবীদের যুগকে যদি দেখা হয় তাহলে বুঝা যায় তারা খুবই সরল মতি ছিলেন। যেভাবে এক বাসনকে বার্ণিশ করলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাদের হৃদয় এমনই ছিল। তাদের হৃদয়ও খোদা তা'লার আলোয় আলোকিত ছিল এবং প্রবৃত্তির পঙ্কিলতা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا- (সূরা শামস, আয়াত: ১০) এর সত্যিকার পরিপুরণস্থল ছিলেন তারা। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫) তিনি বলেন, যদি মানুষ এভাবে পরিচ্ছন্ন থাকে আর নিজেদেরকে সেই বার্ণিশ করা প্লেটের মত পরিচ্ছন্ন রাখে তবে খোদা তা'লার নেয়ামতের খাবার তাতে রাখা হয়। কিন্তু এমন মানুষ কয়জন আছে যাদের ক্ষেত্রে قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا সত্য প্রমাণিত হয়।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫)

তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত আত্মসংশোধনের আর আমাদের হৃদয়ের থালা পরিস্কার করার। হযরত মসীহ্ মওউদকে যেহেতু মেনেছি, রসূলে করীম (সা.) এর নিবেদিত প্রেমিককে যেহেতু এ যুগে গ্রহণ করেছি। তাই সেসব কথা মেনে চলারও আমাদের চেষ্টা করা উচিত যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, যার দৃষ্টান্ত এবং নমুনা-আদর্শ মহানবী (সা.) রেখে গেছেন আর তার দৃষ্টান্ত তার সাহাবীদের জীবনেও পরিলক্ষিত হয়। কেবল তবেই আমরা সত্যিকার মুসলমান হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন।

দুইয়ের পাতার পর......

আর আমরা নিজেরাও যেন তাঁর সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি এবং তাঁর শিক্ষা অনুসারে চলতে পারি, তাঁর যথাযথ ইবাদত করতে পারি, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ব্যুতপত্তি অর্জন করতে পারি এবং তাঁর পুরস্কাররাজির অধিকারী হতে পারি। আর আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং আমরাও যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার শিরক করা থেকে দূরে থাকি।

এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় মহম্মদ ইনাম গৌরী সাহেব, নাযির আলা কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল- দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)-এর জীবন। তিনি সুরা আহযাবের ৪৬ ও ৪৭ নম্বর আয়াত এবং সূরা মায়েদার ৬৮ নম্বর আয়াত এবং এর অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বের যুগ সম্পর্কে বলেন যে, সেই যুগ অজ্ঞতার ঘোর অমানিশা ও শিরকের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিল। এই অন্ধকার যুগে এক বেদনাতুর হৃদয় স্বজাতির এমন বিপর্যয় এবং পথ-ভ্রষ্টতা দেখে ব্যকুল হয়ে ওঠে, উর্দ্ধলোক থেকে জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তার আকুলতা ছিল অবর্ণনীয়। এক পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যুবক এই ব্যকুলতা থেকে মুক্তির সন্ধানে প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আকুতি-মিনতি করতে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হিরা পাহাড়ের পাদদেশে একটি গুহায় আশ্রয় নিল। আর পনেরো বছর যাবৎ বিনা ব্যতিক্রমে একাধিক দিন পর্যন্ত সেখানে নির্জনে নিভৃতে দিবারাত্র দোয়া মগ্ন থাকা তার রীতি হয়ে দাঁড়াল। সেই যুবক ছিলেন আমাদের প্রিয় প্রভু ও মান্যবর, মানবতার পরম হিতৈষী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। অবশেষে তাঁর সেই দোয়া আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করল আর হযরত জিবরাঈল মৃত আত্মাদের জন্য ঐশী বাণী রূপী সেই সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

এই ঐশী জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকারের পঙ্কিলতাকে দূরীভূত করতে এবং পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিপতিত মানবতাকে উদ্ধার করে আলোকের সুউচ্চ মিনারে আসীন করার উদ্দেশ্যে তাঁকে আদেশ করা হল - بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ হে মহম্মদ (সা.)! এখন থেকে কুরআন করীমে অবতীর্ণ হওয়া প্রত্যেকটি আয়াত আপনি মানুষকে শোনাবেন এবং স্মরণ করাবেন এবং সেগুলির উপর আমল করে দেখাবেন। আর আপনি যদি এই পবিত্র দায়িত্ব পালন না করতে পারেন তবে এর অর্থ দাঁড়াবে আপনি সঠিক অর্থে রিসালত বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হওয়ার দাবি পুরণ করতে পারেন নি।

তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তবলীগের আহ্বান জানানোর একাধিক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা তুলে ধরেন। সেগুলির মধ্য থেকে তায়েফের ঘটনা বর্ণনা করা হল। তিনি বলেন- মহানবী (সা.) তবলীগের ঘটনার ক্ষেত্রে তায়েফের সফরটি অবিস্মরণীয়। তিনি (সা.) তাঁর মুক্তি দেওয়া দাস হযরত যায়েদ (রা.)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ শহরে যান যেখানে অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে সাকিফ গোত্রের তিন জন সর্দারও ছিল যার সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর মায়ের দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। হযরত নবী করীম (সা.) তাঁকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান এবং মক্কার কুরায়েশদের বিরোধীতার উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্য চান। একথা শুনে একজন সর্দার বলে উঠল-যদি তোমাকে খোদা তা'লা রসূল করে পাঠান তবে সে কাবার অবমাননা করছে।" দ্বিতীয় সর্দার বলে উঠল , আল্লাহ্ তা'লা কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে রসূল হিসেবে পেলেন না।" তৃতীয় ব্যক্তি বলল- খোদার কসম! আমি তো তবে তোমার সঙ্গে কথা বলারও যোগ্য নই। (ইবনে হিশাম) তারা বলল, এই শহর ছেড়ে এখুনি চলে যাও। এখানেই শেষ নয়, তারা কিছু ক্রীতদাস এবং শহরের ভবঘুরে ছেলেদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয় যারা তাঁকে গালি দিচ্ছিল আর তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছিল। এমতাবস্থায় একটি বিরাট ভিড় একত্রিত হল যারা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করছিল। হযরত যায়েদ (রা.) রসুলে করীম (সা.)-এর সামনে এসে বর্ম হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁকে রক্ষা করা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন; কিন্তু তিনি একা কিভাবে তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন। রসুলে করীম (সা.)-এর পা দুটি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। হযরত যায়েদও ভীষণভাবে আহত হন। এই উন্মত্ত ভিড় ফিরে গেল যখন মহানবী (সা.) মক্কার সর্দার উতবা এবং শেবার আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

মোট কথা তায়েফের সেই দিনটি মহানবী (সা.)-এর জন্য অত্যন্ত দুর্বিষহ ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) একদিন নবী করীম (সা.)কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ওহদের সেই দিনের চেয়েও কোন কঠিন দিন কি আপনার জীবনে এসেছে? (ওহদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত শহীদ হয়ে গিয়েছিল আর চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল) তিনি (সা.) উত্তর দেন- আয়েশা! তোমার জাতির পক্ষ থেকে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু সব থেকে কষ্টের বিষয় ছিল তায়েফের সফর। সেই সময় আমি ভীষণভাবে আহত অবস্থায় মাথা নত করে হেঁটে চলেছিলাম। এমতাবস্থায় দেখি একটি মেঘখণ্ড আমার উপর ছায়া করে রেখেছে। সেই সময় পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে সালাম করল এবং বলল, আমি পাহাড়ের ফেরেশতা। আমাকে আপনার প্রভু-প্রতিপালক প্রেরণ করেছেন যাতে আমি আপনার আজ্ঞা পালন করি। হে মহম্মদ! (সা.) আপনি কি চান আমি দুটি পাহাড় দিয়ে এই বসতিটিকে পিষে ফেলি? দয়ার সাগর নবী উত্তর দিলেন, না কক্ষনো না! এমনটি করো না। আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'লা তাদের মধ্যে এমন জাতি তৈরী করবেন যারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। (বুখারী)

(ক্রমশঃ........)

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

হুযুর আনোয়ার (আই.)জামাত আহমদীয়ার ইমাম অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি যখন কথা বলেন মনে হয় কেবল শুনতেই থাকি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এতটাই শক্তিশালী যে, সকলে তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য হয়।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দান

জামাতের ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত লাভের পর জানতে পারলাম যে, তিনি কেবল আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিরই অধিকারী নন, তাঁর কাছে জাগতিক জ্ঞানের ভাণ্ডারও রয়েছে। (হাইতির রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি মি. জোসেফ পাইয়ার রিচার্ড ডুপলান)

এই জলসায় আসার ফলেই আমি জানতে পেরেছি যে, ইসলাম সম্পর্কে মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমে যা কিছু বলা হয়ে থাকে সেগুলির সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। (কংগ্রেস ম্যান Salvador Belaro Jr.)

আহমদীয়াতের বাণী সত্য। এর বাণী অত্যন্ত প্রভাবশালী। আমি আশা করি যে, অচিরেই অন্যান্য মুসলমানরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিবে এবং আহমদীয়াতের পক্ষ থেকে প্রকৃত বাণী গ্রহণ করবে। (ক্রোয়েশিয়ার এক ছাত্রী)

আমি এটি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হই যে, ইসলাম আহমদীয়াত থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা কিভাবে উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী হতে পারে? জামাত আহমদীয়ার এই শান্তির বার্তা নেপালের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছানো দরকার। তিনি বলেন, জামাত আহমদীয়াত সমগ্র মানবতার জন্য একটি নিদর্শন। (দর্শন এবং মনঃস্তত্ত্ব বিদের প্রফেসর ডক্টর গোবিন্দ উপাধ্যায়)

জলসার কর্মী, ও সেবকদের মধ্যে যে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে যা তাদেরকে সব সময় এই পরিশ্রম ও কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিজেদের কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করছিল তা আমার কাছে অজানা। নিশ্চয় এটি সেই আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল যা এখন পৃথিবীতে জামাত আহমদীয়া ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না। (প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পাদ্রী গ্যাবর টমাস সাহেব)

রিপোর্ট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

হাইতির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত।

হাইতি থেকে আগত অতিথি মি. জোসেফ পাইয়ার রিচার্ড ডুপলান সাহেব হাইতির রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। দ্বিতীয় অতিথি ছিলেন মি. এভেনস সউফ্রান্ট যিনি হাইতির রিলিজিয়াস এফেয়ারের মূখ্য অধিকারিক হিসেবে এসেছিলেন।

উভয় অতিথি প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অবিশ্বাস্য বিষয় ছিল। প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে আমরা বিনয় লক্ষ্য করেছি এবং তাদের মধ্যে উচ্চ মানের শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন ছিল। একটি জায়গায় এত সংখ্যক মানুষের ভিড় কিন্তু তাদের মধ্যে কখনো কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদ বা তর্কাতর্কি হতে দেখেনি। বরং তারা পরস্পর প্রেম ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করছিল। এই সফর আমাদের জন্য আহমদীয়াতের স্বরূপ উদ্ঘাটনের কারণ হয়ে থাকবে। আমি জামাত আহমদীয়াকে অত্যন্ত সমীহের দৃষ্টিতে দেখি এবং প্রকাশ্যে স্বীকার করি যে, এই সম্প্রদায়টিই অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জলসায় আসার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এর প্রতিক্রিয়ায় অতিথিগণ বলেন: আমরাও হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে ধন্যবাদ জানাই। আপনি আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমাদের সেবা যত্ন করেছেন এবং অনেক সম্মান দিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হাইতিতে জামাত এখন রেজিস্ট্রার্ড হয় নি। আপনারা এখনও যাচাই করে দেখছেন। আপনারা জলসায় দেখলেন যে কিভাবে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ হাসিমুখে সকলের সঙ্গে আলাপ করছিল। পারস্পরিক প্রেম ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় ছিল। কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না। ঐক্য ও সংহতির এক অনন্য নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পারস্পরিক ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যই হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

হাইতির রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি মি. জোসেফ পাইয়ার রিচার্ড ডুপলান সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসায় অংশ গ্রহণের পূর্বে আমার মনে অনেক সংশয় ও সংকোচ বিরাজ করছিল যে, জানি না এরা কেমন মুসলমান এবং সেখানে গেলে আমার কি অবস্থা হবে? কিন্তু জলসায় অংশ গ্রহণ করার পর আমার যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হয়েছে। প্রত্যেকেই সরলতা এবং ধৈর্য্য প্রদর্শন করছিল। সর্বত্র ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ ছিল। জামাতের ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত লাভের পর জানতে পারলাম যে, তিনি কেবল আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিরই অধিকারী নন, তাঁর জাগতিক জ্ঞানের ভাণ্ডারও রয়েছে। সাক্ষাতের সময় আমি অনুভব করছিলাম যেন তাঁর এবং আমার মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এক মহান আধ্যাত্মিক কাজের জন্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে তাঁকে তৈরী করা হয়েছে। তাঁর কথাবার্তায় জাদুময় প্রভাব এবং অসাধারণ প্রজ্ঞা নিহিত। তাঁর ঠোঁটের কোনে সব সময় এক মন্ত্রমুগ্ধকর মৃদু হাসি লেগে থাকে যা প্রত্যেক সাক্ষাতকারী ব্যাক্তিকে মোহিত করে তুলে। আমি কোন ধার্মিক মানুষ নই, কিন্তু এই জলসায় অংশ গ্রহণের পর আমার মন বলছে যে, কোন ধর্ম যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সেটি ইসলাম আহমদীয়াত।

হাইতির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১২ টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ফিলিপাইনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

ফিলিপাইন থেকে পাঁচজন সদস্য যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস ম্যান Salvador Belaro Jr. এবং একজন সাংবাদিক Elena Aben যিনি মানিলা বুলেটিনের সিনিয়র Correspondent ।

সাংবাদিকের একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আঁ হযরত (সা.) ১৩ বছর মক্কায় নির্যাতন সহন করেছেন কিন্তু কোন অন্যায়-অত্যাচার বা আক্রমণের কোন উত্তর দেন নি। ১৩ বছর নির্যাতিত হওয়ার পর মদিনায় হিজরত করেন। মক্কার কুফ্‌ফাররা সেখানে পিছু নেয় এবং মদিনায় গিয়ে ইসলাম ধর্ম এবং এর অনুসারীদের সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা আদেশ দেন যে, এখন তোমরা এই সব আক্রমণের উত্তর দাও এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা কর। যদি তাদের আক্রমণের জবাব না দেওয়া হত তবে সিনাগগ, গীর্জা, মন্দির, মসজিদ ধূলিস্যাৎ করে দিত। এই কারণে খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে নিজেদের প্রতিরক্ষার অনুমতি প্রদান করেন যাতে সমস্ত ধর্মের উপাসনা স্থলসমূহ সুরক্ষিত থাকে। এছাড়াও তিনি (সা.) প্রতিরক্ষার সময়ও মুসলমানদেরকে কঠোর নির্দেশ দেন যে, মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে হত্যা করো না আর কোন ধর্মীয় ব্যক্তিকেও হত্যা করো না, গাছপালা কেটো না। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না।

তিনি বলেন: বর্তমান যুগে ছোট কিম্বা বড় কোন দেশই ইসলামের উপর আক্রমণ করছে না। যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে তা হল রাজনৈতিক যুদ্ধ। এই কারণে এখন যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে সেগুলি জিহাদ নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আমি মূলত দুটি কাজের উদ্দেশ্যে এসেছি। একটি হল এই যে, মানুষ যেন নিজেদের স্রষ্টাকে সনাক্ত করে এবং আল্লাহ্‌র তা'লার অধিকার প্রদান করে। দ্বিতীয়টি হল, মানুষ যেন পরস্পরের অধিকার করে যাতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমান যুগে ইসলামের উপর আক্রমণ হচ্ছে লিটেরেচার এবং সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। এর পাল্টা আক্রমণেও এই অস্ত্র ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে জামাত আহমদীয়া কুরআন করীমের অনুবাদ, ব্যাপক হারে লিটেরেচার প্রকাশ এবং মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামের উপর হওয়ার আক্রমণের জবাব দিচ্ছে।

কংগ্রেস ম্যান Salvador Belaro Jr. নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমার জন্য এমন একটি অভিজ্ঞতা ছিল যা আমার চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং এর থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদেরকে পরস্পর প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং উচ্চ মানের নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করতে দেখে আমি যারপরনায় আনন্দিত হযেছি। আমি দেখেছি যে, জামাতের সদস্যরা পরস্পরকে যথাসাধ্য সহায়তা করার চেষ্টা করে। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করেছি এবং ইসলামের সেই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি যা সম্পর্কে পূর্বে অবগত ছিলাম না। এই জলসায় আসার ফলেই আমি জানতে পেরেছি যে, ইসলাম সম্পর্কে মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমে যা কিছু বলা হয়ে থাকে সেগুলির সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে এই সাক্ষাতের পর তিনি বলেন: জামাতে আহমদীয়ার ইমাম একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং প্রকৃত অর্থেই তিনি একজন নেতা। তিনি হলেন একজন True Statesman and Charismatic Leader. যিনি একটি বিরাট সংগঠনকে পরি চালনা করার শক্তি রাখেন। তিনি এমন এক নেতা যিনি নিজের জামাতকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং যথাসম্ভব জামাতের সদস্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তিনি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন। এর প্রমাণ হল- তিনি মিটিং-এর সময় উত্থিত সকল প্রশ্নের স্বচ্ছ উত্তর দিয়েছেন। জিহাদ সম্পর্কে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোন দিক থেকে কোন ত্রুটি রাখেন নি আবার তাঁর উত্তরে কোন অপ্রয়োজনীয় কথাও ছিল না। আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যে, ফিলিপাইনে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস দমনের জন্য আন্তর্জাতিক কমিউনিটির কি ভূমিকা হওয়া উচিত? এর উত্তর ছিল অত্যন্ত যথাযথ। এর উত্তরে তিনি কোন দেশ বা মুসলিম নেতার অসম্মান করেন নি, কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে সহায়তা করা উচিত ছিল তা করা হচ্ছে না।

মানিলা বুলেটিন সংবাদ পত্রিকার অভিজ্ঞ সাংবাদিক এলেনা আবেন সাহেবা বলেন: জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে জলসায় আতিথেয়তা এবং নিয়ামানুবর্তিতা দেখে আমি যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি। জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা, ভালবাসা, আতিথেয়তা, নিয়মানুবর্তিতা সকলকে মুগ্ধ করার মত। জামাত আহমদীয়ার ইমাম অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি যখন কথা বলেন মনে হয় কেবল শুনতেই থাকি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এতটাই শক্তিশালী যে, সকলে তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য হয়। জামাতের ইমাম সকল প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত শালীনভাবে দিয়েছেন। তাঁর এবিষয়টি সব থেকে ভাল লেগেছে যে, তিনি এদিক ওদিকের কথা না বলে সরাসরি অকটভাবে মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে এত বিনয় ছিল যা সামনের ব্যক্তিকে শিষ্ট হতে বাধ্য করে। সাক্ষাতের পূর্বে সময়ের অপ্রতুলতার কারণে আমাদের ইচ্ছা ছিল যেন চটজলদি সাক্ষাত হয়ে যায় যাতে আমরা লন্ডন ঘুরে দেখতে পারি। কিন্তু মিটিং-এ গিয়ে মনে হচ্ছিল যে, সাক্ষাত যত দীর্ঘ হবে তত ভাল।

ফিলিপাইনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১২ টা ৪৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ক্রোয়েশিয়া এবং মেসিডোনিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

ক্রোয়েশিয়া থেকে এবছর মোট ২১ জন সদস্য এসেছিলেন যাদের মধ্যে ছিলেন, দুই জন সংসদ সদস্য, উকিল, প্রফেসর, শিক্ষক, ডাক্তার, আরবী ভাষার ছাত্র, ইউনিভার্সিটির ছাত্র, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যবসায়ী। অন্যদিকে মেসেডোনিয়া থেকে এসেছিলেন দুই জন সাংবাদিক।

দলের সদস্যরা একে একে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন এবং প্রত্যেকে একথা স্বীকার করেন যে, জলসার ব্যবস্থাপনা উন্নত মানের ছিল এবং তাদের খুব ভালভাবে সেবা যত্ন করা হয়েছে এবং সমস্ত চাহিদা পুরণ করা হয়েছে। তারা সকলেই জলসার ব্যবস্থাপনাকে ধন্যবাদ জানান।

ইউরোপের একত্রিত হওয়া প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের বক্তব্যে বলেছিলাম যে, ইউরোপ একত্রিত থাকলে এর কল্যাণ রয়েছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। ধর্মের সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে। আপনি কাউকে বাধ্য করতে পারেন না।

ক্রোয়েশিয়া থেকে আগত পেশায় উকিল দলের এক সদস্য জলসার কার্যপ্রণালী এবং ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং বলেন: আমি ইংরেজিও ভাল বলতে পারিনা আর উর্দুও জানি না। কিন্তু একথা অবশ্যই বলতে চাই যে, গত বছর একজন মুসলমান হিসেবে আমি এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলাম আর এবছর আহমদী মুসলমান হয়ে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।

ক্রোয়েশিয়ান পার্লামেন্টের এসেম্বলী মেম্বার Hajdukovic Domancgoj সাহেব আন্তর্জাতিক বয়আত প্রসঙ্গে বলেন: এই অনুষ্ঠানটি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি খৃষ্টান ধর্মে Faith Reconfirmation অনুষ্ঠানে একাধিক বার যোগদান করেছি। কিন্তু যে আবেগ, নিষ্ঠা এবং ধর্মীয় বিশ্বস্ততার সংকল্প জামাত আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক বয়আতে লক্ষ্য করেছি তা বিচিত্র ছিল আর এটি সারা জীবন আমার স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

ক্রোয়েশিয়া থেকে এক ভদ্রমহিলা পেশায় উকিল মিলিকিক ডোলোরেস সাহেবা আর তাঁর মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি এন.জি.ও রয়েছে। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসার ভাষণসমূহ এবং পরে জামাতের পক্ষ থকে সম্পাদিত মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজ-কর্মের কথা জানতে পেরে আমার জ্ঞানভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। আর আমি আশা করি এই কাজ এখন আমি আরও ভালভাবে সম্পাদান করতে পারব।

ক্রোয়েশিয়ান দলের আরেক ভদ্রমহিলা ক্যাটরিনা সালিক সাহেবা এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পূর্বে চার্চে 'নান' (সন্যাসিনী) ছিলেন আর এখন সত্যের সন্ধানে রয়েছেন। তিনি বলেন: জলসার পরিবেশ, এখানকার প্রদর্শনী এবং জামাত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আমার মস্তিষ্ককে আলোকোদ্ভাসিত করেছে। আমার মনে হয় শীঘ্রই সত্যকে পেয়ে যাব। জামাতের ইমামের ভাষণ আমার মনের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এখন আমি সমস্ত বিষয় গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেছি।

ক্রোয়েশিয়া থেকে আন্তর্জাতিক বানিজ্য বিভাগের এক ছাত্র ম্যারিন ক্রুস্টোলোভিক সাহেব বলেন: জলসার সময় ছোট বাচ্চাদের পানি পান করানো, বৃষ্টির সময় পার্কিং এবং ট্রাফিকিং নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচ্ছন্নতার মান বজায় রাখার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছিল তা আমার মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন যে, প্রথম বার আহমদীয়া জলসায় অংশ গ্রহণ করছেন, কিন্তু এর স্মৃতি আজীবন থেকে যাবে।

ক্রোয়েশিয়ান দলে অর্থনীতির এক ছাত্রীও ছিলেন। তিনি বলেন যে, এই প্রথম তিনি জলসায় অংশ গ্রহণ করছেন। যেভাবে জামাত আহমদীয়া ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ও প্রচার করছে এবং যেভাবে তারা ভালবাসা, ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার পাঠ দিচ্ছেন, অন্যান্য মুসলমানদেরকে উদার মন ও মানসিকতা নিয়ে এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আহমদীয়াতের বাণী সত্য। এর বাণী অত্যন্ত প্রভাবশালী। আমি আশা করি যে, অচিরেই অন্যান্য মুসলমানরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিবে এবং আহমদীয়াতের পক্ষ থেকে প্রকৃত বাণী গ্রহণ করবে।

মেসেডোনিয়া থেকে এক সাংবাদিক টনি আইয়োস্কি সাহেব দ্বিতীয় বার জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমার ধারণা ছিল যে, বৃষ্টির কারণে অনেক সমস্যার উদ্ভব হবে। কেননা, গত বছর আবহাওয়া ভাল ছিল। কিন্তু জলসার ব্যবস্থাপনা সমস্ত কিছু সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। অনুরূপভাবে হোটেলে থাকা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। একজন সাংবাদিক হওয়ার কারণে আমার সর্বত্র প্রবেশাধিকার ছিল এবং সব কিছুই রেকডিং করার অনুমতি ছিল। জলসার ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া টিম আমাদের অনেক সাহায্য করেছে এবং আমাদেরকে এমন কিছু রেকডিং দিয়েছেন যা আমরা নিজেরা রেকর্ড করতে পারি নি। আমি জলসায় অংশ গ্রহণ করে জানতে পারলাম যে, জামাত আহমদীয় সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের জন্য উদ্বিগ্ন এবং কখনো এমন আক্রমণের পৃষ্ঠপোষকতা করে না।

ক্রোয়েশিয়া এবং মেসেডোনিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি বেলা ১টা ১০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

সাইপ্রাসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

সাইপ্রাস থেকে সেখানকার জামাতের সদর রামি শাহের জাবরীন আলজাবারী সাহেব নিজের স্ত্রী ও দ্রৌহিত্রী সহ জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সদর সাহেবের স্ত্রী এবং দৌহিত্রী কে জিজ্ঞাসা করেন যে, জলসা কেমন লেগেছে। এঁরা উভয়ে প্রথম যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। উভয়েই উত্তর দেন যে, জলসায় অংশ গ্রহণ করে খুবই আনন্দিত। এটি আমাদের জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। এই প্রথম আমি এত বিপুল সংখ্যায় জামাতের সদস্যদের দেখেছি। খুবই মনোরম পরিবেশ ছিল আর সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছিল। প্রত্যেকেই সেবায় নিয়োজিত ছিল আর আমাদের খুব সেবা যত্ন করা হয়েছে।

সদর সাহেব বলেন: যদিও তিনি এর পূর্বেও যুক্তরাজ্যে এসে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং এখানে জামাতের অতিথি হিসেবে সময় যাপন করেছেন, কিন্তু জলসা সালনায় অংশ গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আমি অনেক কিছু শিখেছি এখানে। হুযুরের ভাষণ আমার উপর গভীর ছাপ ছেড়েছে। ফিরে গিয়ে আমি বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতদেরকে জলসা সম্পর্কে শোনাব।

এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ২০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ইন্ডোনেশিয়া থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

ইন্ডোনেশিয়া থেকে আগত দুই প্রফেসর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

তাদের মধ্যে প্রফেসর ডক্টর আব্দুর রহীম ইউনুস সাহেব ছিলেন যিনি আলাউদ্দীন ইসলামিক স্টেট ইউনিভার্সিটির 'মাকাসার'-এ ইসলামিক ইতিহাসের প্রফেসর। এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন ডক্টর আব্দুল মুতালেব জুরি সাহেব যিনি 'আন্তাসারি' ইসলামিক স্টেট ইউনিভার্সিটির 'বাঞ্জারম্যাসিন'-এর প্রফেসর। উভয় অতিথি নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপনের পর বলেন সেখানে জামাতে আহমদীয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) উভয় অতিথিকে জলসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দেন যে, জলসার ব্যবস্থাপনা অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। এখানে সকলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছিল এবং এঁদের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষিত মানুষও ছিলেন। একথা জেনে আমি অবাক হয়ে যাই। এমনটি আমি অনত্র দেখি নি। আপনারা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ। এত বিশাল জনসমাবেশ ছিল আর তাতে কোন লড়াই ঝগড়া ছিল না। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা সকলকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকি। আমরা মানুষকে জীবন দিয়ে থাকি, জীবন হরণ করি না।

এই সাক্ষাতপর্বটি ১টা ২০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

নেপালের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

নেপালের ছয়জন সদস্য যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে তিন জন অতিথি ছিলেন। এঁরা হলেন- ডক্টর মিলান মহার্জন সাহেবা যিনি নেপালের Head of ear care ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন মি. নারেশ শকায়া যিনি একজন বৌদ্ধ স্কলার এবং শিক্ষক এবং তৃতীয় ব্যক্তি হলেন ডক্টর গোবিন্দ উপাধ্যায় সাহেব যিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং কাঠমুন্ডুর ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটিতে দর্শন এবং মনঃস্তত্ত্ববিদ বিষয়ের প্রফেসর।

দলের সদস্যরা বলেন: ইসলামের সঙ্গে আমাদের এই প্রথম পরিচয় হল। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন এটি ইসলামে প্রকৃত রূপ যা জামাত আহমদীয়া উপস্থাপন করছে।

অতিথিগণ বলেন: জলসা অসাধারণ ছিল। জলসা আমাদের অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। ত্রিশ হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছে আর সমস্ত ব্যবস্থাপনাই অস্থায়ী অথচ কোথাও কোন ধরণের ক্রুটি চোখে পড়ে নি। এমন দৃশ্য আমি পূর্বে কোথাও দেখি নি। সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়েছে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারা জলসায় যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা দেখেছেন এটিই ইসলামের প্রকৃত রূপ।

দলের সদস্যরা জামেয়া আহমদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাঁরা সেখানে কর্তব্যরত জামেয়ার ছাত্রদের প্রশংসা করে বলেন, সেই ছাত্ররা আমাদের খুব সেবা আপ্যায়ন করেছে।

প্রফেসর গোবিন্দ সাহেব বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ শুনে আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। তাঁর ভাষণ আমার জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এখানে এসে আমি অনেক কিছু শিখেছি।

এন.জি.ও. ইয়ার কেয়ার-এর মূখ্য ডাক্তার মিলান মহার্জন সাহেবা জলসা সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। বিশেষ করে একথা জানতে পেরে যে, সমস্ত ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছসেবীরাই করে যাচ্ছে। যুবক স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যম ও উৎসাহ অবাক করে দেওয়ার মত ছিল। আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্যও অবর্ণনীয় বিষয় ছিল। জামাতের ইমামের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, তিনি হয়তো অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের মত অত্যন্ত গুরুগম্ভীর এবং কর্কশ মেজাজের অধিকারী। কিন্তু তিনি তো অত্যন্ত বিনয়সহকারে এবং বন্ধুসুলভ ভঙ্গিতে কথা বলেন।

বৌদ্ধ স্কলার এবং শিক্ষক নরেশ শাকায়া সস্ত্রীক এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসায় অংশ গ্রহণ করার বরকত জলসায় অংশ গ্রহণের পূর্বেই প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। সব কিছুই নিজে থেকে হচ্ছিল। তিনি যুবকদের উদ্যম ও উৎসাহ দেখে প্রভাবিত হয়ে বলেন: এই বিষয়টি বৌদ্ধ এবং আহমদী মুসলমানদেরকে পৃথক করে যে, বৌদ্ধদের মধ্যে আবেগের সঙ্গে কাজ করার মত মানুষের অভাব। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত করে উপলব্ধি করলাম যে, তিনি বিরাট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর মধ্যে অপরের আবেগ ও অনুভুতি উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। তিনি এত বড় জামাতের সর্বোচ্চ নেতা সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ।

দর্শন এবং মনঃস্তত্ত্ব বিদের প্রফেসর ডক্টর গোবিন্দ উপাধ্যায় নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এটি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হই যে, ইসলাম আহমদীয়াত থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা কিভাবে উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী হতে পারে? জামাত আহমদীয়ার এই শান্তির বার্তা নেপালের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছানো দরকার। তিনি বলেন, জামাত আহমদীয়াত সমগ্র মানবতার জন্য একটি নিদর্শন।

নেপালের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাত ১টা ৪৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

এবছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৫০ জন সদস্য জলসায় এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) দলের সদস্যদেরকে জলসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যার উত্তরে সদস্যরা বলেন যে, জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত মানের ছিল। এই জলসা আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের কারণ হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণসমূহ আমাদের মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

দলের এক যুবক সদস্যকে হুযুর আনোয়ার (আই.) সম্বোধন করে বলেন: নিজের অধ্যয়ন ব্যাপক করার জন্য জামাতের বই-পুস্তক আরও বেশি করে পাঠ করুন। জামীলা রলস্টাড নামে দলের এক সদস্যা যিনি আমেরিকান আহমদী, নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি জলসার কার্যবিধি দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। সব কিছুই অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছিল। আমার মনেই হচ্ছিল না যে, ৩৮ হাজার মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছেন। এত বিশাল জনসমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও যাবতীয় প্রকারের সুযোগ সুবিধা ছিল। জলসায় ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভুতিও অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা। অনেক নতুন বোনের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে এবং অনেকের সঙ্গে বিশেষ সখ্যতা তৈরী হয়েছে। আমি একথা শুনেছিলাম যে, জামাত আহমদীয়া একটি বিশ্বজনীন জামাত। কিন্তু জলসায় অংশ গ্রহণের পরই এটি উপলব্ধি করলাম। বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিনন্দন সহ পতাকা উড়তে দেখা এক আলাদা অনুভুতি সৃষ্টি করে আর তার থেকে বেশি বিচিত্র অনুভুতি হয় বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। এই জলসার চিত্রগুলি আজীবন আমার মনের স্মৃতিকোঠায় সঞ্চিত থাকবে। আমি আশা করি এটি আমার শেষ জলসা হবে না, কিন্তু প্রথম জলসার স্মৃতি চিরকালই থেকে যাবে।

ভিয়েতনামী বংশোদ্ভুত এক মার্কিন নাগরিক এহসান গুয়েন সাহেব এই প্রতিনিধি দলের অংশ ছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসার সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অসাধারণ সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পিছনে নামায পড়ার সৌভাগ্য হবে, এমনটি আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। আমার এই সফর নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। কেবল মনের মধ্যে একটি অপূর্ণ বাসনা রয়ে গেল। আমি আরও কিছু সময় এখানে কাটাতে চেয়েছিলাম এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে বার বার সাক্ষাত করতে চেয়েছিলাম।

দলের এক সদস্যা রাহেলা ফারুক সাহেবা বলেন: এই প্রথম জলসায় অংশ গ্রহণ করছি। কিন্তু আগামীতে প্রত্যেকবার এই জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে থাকব। আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ ভালবাসা এবং ঈমানের সম্পর্কের কারণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছি।

রবার্ট সালাম নামে এক অ-আহমদী সুন্নী মুসলমান নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এমন অসাধারণ অভিজ্ঞতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি এই ধরণের

ভ্রাতৃত্ববোধ এবং রসুল করীম (সা.)-এর সঙ্গে ভালবাসা প্রদর্শন পূর্বে কখনো দেখি নি। আমি এখানে যে আনন্দ উপলব্ধি করেছি তার প্রকাশ করার জন্য ভাষা নেই। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিক। আমি আগামী বছরও জলসায় অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

দলের এক সদস্য দোস্ত মহম্মদ সাজেদ সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আমি জলসা সালানায় যে ভালবাসা পেয়েছি তা চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে আর এই ভালবাসা আমি অন্যদের মাঝে বন্টন করব। জলসার ব্যবস্থাপনা অসাধারণ ছিল। এই জলসার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেটি বাস্তবের রূপ দেওয়া এত জটিল কাজ যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আফ্রিকান-আমেরিকান এক আহমদী সদস্যা আসিমা ওয়াইয সাহেবা যিনি কিছুক্ষণ পূর্বে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। এই বাস্তবতা স্বচক্ষে দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছি। যুগ খলীফা আমাদের অনেক বিষয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন এবং আমি নিজের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা করব। এই জলসা ছিল আমার জীবনের সব থেকে সুন্দর আধ্যাত্মিক সফর। যদিও এটি আমার প্রথম জলসা ছিল, কিন্তু এটি শেষ হবে না। ফিরে গিয়ে আমি নামায এবং দোয়া অব্যাহত রাখব। জামেয়া আহমদীয়া, মসজিদ ফযল এবং অন্যান্য স্থানে আমাদের বোনেরা অনেকে সেবা আপ্যায়ন করেছে। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

তারিক দাজানী নামে এক আরব নতুন আহমদী নিজের স্ত্রী (সুন্নী মুসলিম) এবং তিন সন্তানকে নিয়ে জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন: যত চেষ্টাই করি না কেন, জলসার অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জলসা বিশুদ্ধরূপে একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যা এই বস্তুজগতের উর্দ্ধে। এই কারণে এর সম্পর্কে বর্ণনা সম্ভব নয়। সারা জীবনে আমার এমন অভিজ্ঞতা লাভ হয় নি।

দলের আরও দুই অতিথি মহম্মদ দ্বীন সাহেব এবং হালীমা দ্বীন সাহেব যারা হলেন গায়ানার মূল নিবাসী এবং উভয়ে সুন্নী মুসলমান, তারা নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: প্রত্যেক কর্মী আমাদের চাহিদা পুরণের জন্য নিরলস চেষ্টা করে গেছে। অ-আহমদী হিসেবে আমরা বলব যে, এই জলসার অভিজ্ঞতা আমাদের সারা জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। সর্বত্র প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা এবং একাত্মতা চোখে পড়ছিল। খলীফার খুতবা শুনে আমাদের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান দেখার অভিজ্ঞতাও অবর্ণনীয় ছিল।

যুগ খলীফার উপস্থিতিই ছিল এই সফরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি এক প্রকার প্রশান্তি অনুভব করছি। আমরা পুনরায় যুগ খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা জলসার সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ২টা ১০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

হাঙ্গেরী থেকে দুই জন সদস্য জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের গ্যাবর থমাস সাহেব এবং দ্বিতীয় জন হলেন হেলগা সোমোগী সাহেবা যিনি রেড ক্রশ সোসাইটির ডাইরেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন।

উভয় অতিথি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে জলসার অনুষ্ঠান এবং ব্যবস্থাপনা খুবই সুন্দর ছিল। জলসা আমরা দারুন উপভোগ করেছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পুরো ব্যবস্থাপনাই ছিল অস্থায়ী। একটি খালি ময়দানে একটি অস্থায়ী গ্রাম সাজানো হয়েছিল। এখন জলসার কয়েকদিন পর এখানে এলে দেখবেন ফাঁকা ময়দান পড়ে আছে। আপনারা জার্মনীর জলসায় এলে দেখবেন সেখানে একটি সুবিশাল ছাদের নীচে সমস্ত ব্যবস্থা অস্থায়ী ভাবে করতে হয়।

প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পাদ্রী গ্যাবর টমাস সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: যদিও আমি খৃষ্টান আর আপনারা হলেন মুসলমান, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি ঈমানী শক্তি লাভ করে থাকি আর আমার স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। খারাপ আবহাওয়া কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে নি। বরং প্রত্যেকেই পূর্বের তুলনায় বেশি উন্নত আচরণ ও উষ্ণ আবেগ এবং হাসিমুখ নিয়ে আলাপ পরিচয় করছিল। এটি আমার জন্য এক অদ্ভুত দৃশ্য ছিল। জলসার পরিবেশ আধ্যাত্মিকতার বিরাট প্রভাব দেখা যাচ্ছিল। জলসার কর্মী, ও সেবকদের মধ্যে যে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে যা তাদেরকে সব সময় এই পরিশ্রম ও কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিজেদের কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করছিল তা আমার কাছে অজানা। নিশ্চয় এটি সেই আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল যা এখন পৃথিবীতে জামাত আহমদীয়া ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না। তিনি বলেন: হুযুর এত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সারা পৃথিবী থেকে এত সব প্রতিনিধি ও অতিথিরা আসেন, কিন্তু হুযুর আমাকে চিনে ফেলেন। আমি হুযুরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনুমানও করতে পারি না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে এক ভালবাসা এবং আধ্যাত্মিকতার শক্তি লাভ হয়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত লাভ আমার জন্য এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। তাঁর বক্তব্যগুলি বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর জন্য উৎকৃষ্ট সমাধান সূত্র উপস্থাপন করে।

হেলগা সোমোগি সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি প্রথম বার জামাত আহমদীয়ার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছি। পুরুষদের মার্কিতে যাওয়ার সময় এক অদ্ভুত অনুভুতি হচ্ছিল যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কি অবস্থা হবে। জানি না আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে। কিন্তু নিমেষেই সেই চাপ দূর হয়ে গেল যখন দেখলাম ধাক্কাধাক্কি করা তো দূরের বিষয়, কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে আমাকে রাস্তা করে দিয়েছে।

খাওয়ার প্যান্ডেলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষকে একত্রিত হয়ে আহার করতে দেখা আমার জন্য এক অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করার মত অভিজ্ঞতা ছিল। প্রত্যেকে এমনভাবে চলাফেরা করছিল যেন, সকলের সঙ্গে সকলের পুরোনো পরিচয় রয়েছে। যদিও তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিক ছিল। আমি এমন দৃশ্য পূর্বে কখনও দেখি নি আর এ সম্পর্কে কখনও শুনিও নি। এই অদ্ভুত দৃশ্য বর্ণনা করার জন্য আমার কাছে ভাষা নেই।

তিনি বলেন: রেড ক্রাসের কর্মী হিসেবে জানি যে, কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা কত কঠিন কাজ। স্বেচ্ছাসেবী পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু এখানে আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সানন্দে সেবা দান করে চলেছে। যেন এর দ্বারা কোন আধ্যাত্মিক তৃপ্তি লাভ হচ্ছে। পৃথিবীতে এই দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না।

হাঙ্গেরীরে এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতপর্বটি ২টা ২০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

সাউথ কোরিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত।

এরপর সাউথ কোরিয়া থেকে আগত এক অতিথি Mr. Yeongjin Shin সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি পেশায় একজন শিক্ষক এবং ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করছেন। তিনি বলেন: আমি জলসা সালানায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণসমূহ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ইসলাম সম্পর্কে আমি তথ্য পেয়েছি আর আমার জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। এরপূর্বে আমি এই সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমি জানি যে, ইসলাম হল একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম এবং সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই সুন্দর ছিল। বৃষ্টি সত্ত্বেও কর্মী ও সেবকরা সমস্ত কাজ সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে আর কোন কাজ থেমে থাকে নি।

এই সাক্ষাতপর্বটি ২টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

নিউজিল্যান্ডের মাউরি গোত্রের নও মোবাঈন ম্যাথুউ আবু বাকার সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী ডোনালিন হাওয়েল সাহেবা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ভদ্রলোক মাউরি জনজাতির প্রথম আহমদী। ২০১৩ সালে হুযুরকে নিউজিল্যান্ড সফর কালে এই মাউরি জনজাতির বাদশা তুহেইতিয়া পাকি নিজেদের সদর মারাঈ-তে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং হুযুরের সম্মানে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

এই মাউরি গোত্রের মানুষ নিউজিল্যান্ডের প্রাচীনতম অধিবাসী যারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ওসিয়ানিয়ার পূর্বাঞ্চল পলিনেসিয়া থেকে পাড়ি দিয়ে নিউজিল্যান্ডে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন এই গোত্রের মধ্যেও আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণকারী এই দম্পতি আহমদীয়াতে প্রবেশ করেছে। তারা বলেন, আমরা জলসা সালানা উপভোগ করেছি আর এখানে আমরা জামাতের ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন আপনি নিজেকে জামাতের প্রচারক হিসেবে মনে করুন এবং দেশে ফিরে গিয়ে মাউরি জাতির মধ্যে প্রচার করুন।

এই দম্পতি হুযুর আনোয়ার (আই.) কে সন্তান লাভের জন্য দোয়া করার আবেদন জানান এবং বলেন যে, এখনও পর্যন্ত তারা সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।

তাঁর স্ত্রী নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসায় অংশ গ্রহণ করে এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণসমূহ শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে জিহাদের প্রকৃত অর্থ হল দয়া , সহনশীলতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করা। আমি দোয়া করি,

এরপর শেষের পাতায়

দ্বিতীয় খুতবার শেষাংশ......

পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হয়। রাষ্ট্রকার্য ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করার এবং শত্রুদেরকে নিজের অনুরাগী করে তোলার দৃষ্টান্তও আমরা হযরত আবু উবায়দার সত্ত্বায় দেখতে পাই। রোমের বাদশাহ যখন পুরো দেশের সৈন্যদের একত্রিত করে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করে তখন মুসলমান সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)। মুসলমানরা প্রথমে মহান বিজয় লাভ করেছিল, মুসলমান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছিল। এরপর রোমের বাদশাহ অনেক বড় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। খ্রিষ্টানদের অনেক বড় অঞ্চল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। হযরত আবু উবায়দা জেনারেলদের সাথে পরামর্শের পর প্রজ্ঞাপূর্ণ এই কর্মপন্থা নিদ্ধারণ করেন যে, এই মুহূর্তে কোন কোন শহরের নিয়ন্ত্রণ আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। মুসলমানরা যে সব এলাকা জয় করেছে সেগুলো ছাড়তে হবে। কিন্তু সেগুলি জয় করার পর, কেননা সেখানকার অমুসলিমদের কাছ থেকে মুসলমানরা কর সংগ্রহ করেছিলেন তাই অত্র অঞ্চলের সব মানুষকে তারা একথা বলে কর ফেরত পাঠিয়ে দেন যে, এই মুহূর্তে তোমাদের নিরাপত্তা বিধান করা এবং তোমাদের অধিকার সংরক্ষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তোমাদের কাছ থেকে করস্বরূপ যে অর্থ আমরা সংগ্রহ করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি। তাই বিজিত এলাকার লোকদেরকে লক্ষ লক্ষ টাকা ফেরত দেন। অমুসলিমদের ওপর এই ন্যায়বিচার ও বিশ্বস্ততার এমন প্রভাব পড়ে যে, স্থানীয় খ্রিষ্টান বাসিন্দারা মুসলমানদের বিদায় দিতে গিয়ে কাঁদছিল আর একান্ত আন্তরিকভাবে এই দোয়া করছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনুন।

(সিরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৯, সীরাত আবু উবাদইদা বিনা জারাহা)

এই হল সেই সব মানুষ যারা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সেই মান প্রতিষ্ঠা করেছেন যার ধারণা করা পূর্বেও কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না আর এখনও সম্ভব নয়। এমন ন্যায়বিচার ও ইনসাফ এবং আমানতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মাধ্যমেই আজ পৃথিবীর শান্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। পরাশক্তিগুলো দুর্বল দেশগুলোকে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালনা করে এবং তাদের নির্দেশ অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়। এই নীতি অনুসরণ করলে শান্তি সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আর এভাবেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যেভাবে বেশিরভাগ মুসলমান দেশে ঘটছে। জনসাধারণের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে সেই অর্থ তাদের জন্য খরচ করার পরিবর্তে অধিকাংশ নেতা তাদের নিজেদের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে আবার রসূল প্রেমের এবং সাহাবীদের ভালোবাসার জিগির তুলছে।

হযরত আব্বাস মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন। বদান্যতা এবং আত্মীয়তা রক্ষা করার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, হযরত আব্বাস কুরাইশের মাঝে সবচেয়ে উদার, দানশীল এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। একথা শুনে হযরত আব্বাস সত্তর জন কৃতদাসকে মুক্ত করে দেন।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২)

এই ছিল তাদের উদারতা ও দানশীলতার মান।

এরপর আছেন হযরত জাফর (রা.)। তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর চাচাত ভাই এবং হযরত আলী (রা.)-এর আপন ভাই ছিলেন। তিনি প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য পেয়েছেন। মক্কায় প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। মক্কাবাসীরা যখন জানতে পারল তখন তারা তাদের দু'জন নেতাকে অনেক উপহার ও উপঢৌকনসহ ইথিওপিয়া প্রেরণ করল। এই বার্তাসহ সেখানকার নের্তৃবৃন্দের জন্য উপহার ও উপঢৌকন পাঠাল যে, আমাদের কিছু নির্বোধ যুবক নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তোমাদের দেশে এসেছে আর তোমাদের ধর্মও তারা অবলম্বন করে নি বরং তা সম্পূর্ণরূপে এক নতুন ধর্ম। এভাবে নেতৃবৃন্দ বা প্রভাবশালী লোকদের মাধ্যমে সুপারিশ করানোর উদ্দেশ্যে তাদের জন্য উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে পাঠানো হয় এবং অনুরূপভাবে বাদশাহর জন্যও তারা অনেক উপহার ও উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিল। সাক্ষাত হলে বাদশাহকে তারা উপহারও দেয়। যাইহোক, ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী কাফেরদের বা মক্কার প্রতিনিধিদের কথা শুনার পর মুসলমানদেরকে রাজ দরবারে ডাকেন। তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ হতে চলেছে তা সম্পর্কে এক অজানা আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে মুসলমানরা রাজ দরবারে উপস্থিত হয়। নাজ্জাশী তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কী কারণে তোমরা তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ? পূর্বের কোন উম্মতের ধর্মও তোমরা অবলম্বন কর নি আর আমাদের খৃষ্টধর্মও গ্রহণ করনি। হযরত জাফর (রা.) তখন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বলেন, হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম এক অজ্ঞ জাতি, প্রতিমাপূজারি ছিলাম, মৃত প্রাণির মাংস ভক্ষণ করতাম, অপকর্ম ও আত্মীয়স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহার করা ছিল আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে পদদলিত করত। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে এক রসূল প্রেরণ করেন, যাঁর ভদ্রতা, সাধুতা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা এবং পারিবারিক আভিজাত্য সম্পর্কে আমরা সবিশেষ অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন আর এ শিক্ষা দেন যে, আমরা যেন আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক না করি আর না কোন প্রতিমার পূজা করি। তিনি আমাদেরকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা,আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, প্রতিবেশিদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং বিনা কারণে যুদ্ধ করে রক্তপাত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি অশালীনতা এড়িয়ে চলার শিক্ষা দেন, মিথ্যা বলা এবং এতিমের সম্পদ হরণ আর নিষ্পাপ লোকদের ওপর অপবাদ আরোপ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করি। আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি আর তাঁর কথা মত চলি। এই কারণে আমাদের জাতি আমাদের বিরোধীতা আরম্ভ করেছে, আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আর এই কষ্ট যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আমরা স্বদেশ ছেড়ে আপনার আশ্রয়ে আসি। কেননা আমরা আপনার ন্যায়পরায়ণতা এবং সুবিচারের খ্যাতি শুনেছিলাম। হে বাদশাহ! আমরা আশা করি এদেশে আমাদের ওপর কোন যুলুম ও অত্যাচার করা হবে না। এ সব কথা শুনে নাজ্জাশী গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং বলেন, তোমাদের রসূলের প্রতি যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সেখান থেকে আমাকেও কিছুটা পড়ে শোনাও। তখন তিনি সূরা মরিয়মের কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন এবং এমন সুললিত কণ্ঠে পাঠ করেন যে, নাজ্জাশী কাঁদতে শুরু করেন, তাঁর চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে যায় আর বলেন, খোদার কসম! মনে হয় এই বাণী এবং হযরত মূসার প্রতি অবতীর্ণ হওয়া বাণী যেন একই উৎস থেকে উৎসারিত। এরপর মক্কার দূতদের তিনি বলেন, এদেরকে আমি তোমাদের সাথে ফেরত পাঠাব না, এরা এখন এখানেই থাকবে। মক্কার প্রতিনিধিরা পরামর্শের পর আরেকটি কৌশল অবলম্বন করে আর বাদশাহকে বলে, এরা হযরত ঈসা (আ.) কে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুসারে মানে না এবং তাঁর মর্যাদাকে ছোট করে দেখে। বাদশাহ পুনরায় মুসলমানদেরকে ডাকেন আর হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস কী তা জিজ্ঞেস করেন। তখন হযরত জাফর বলেন, এই সম্পর্কে আমাদের নবীর প্রতি এক বাণী অবতীর্ণ হয়েছে আর তা হল হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্র বান্দা এবং রসূল, যাকে খোদা তা'লা কুমারী মরিয়মকে দিয়েছেন। নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি খড়ের টুকরো উঠিয়ে বলেন, তোমাদের বর্ণিত মর্যাদার থেকে হযরত ঈসার মর্যাদা এই খড়ের সমানও বেশি নয় আর মুসলমানদের বলেন, এখানে তোমাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হল।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৩৯-৫৪১)

তাঁর প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি এবং জ্ঞান মুসলমানদেরকে সেখানে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। হযরত মাসয়াব বিন উমায়ের নামে এক সাহাবী ছিলেন, তার মা খুবই সম্পদশালী ছিলেন। তিনি অনেক প্রাচুর্যের মাঝে লালিত পালিত হয়েছিলেন। উন্নত মানের পোশাক পরিধান করতেন, এক সুদর্শন যুবক ছিলেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২)

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াকাস (রা.) বলেন, হযরত মাসয়াবকে আমি স্বাচ্ছন্দ্যের যুগেও দেখেছি আর ইসলাম গ্রহণের পরও দেখেছি। তিনি খোদা তা'লার পথে অনেক দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছেন। হযরত সাদ বলেন, আমি দেখেছি সেই একই যুবক যে অনেক প্রাচুর্যের মাঝে প্রতিপালিত হয়েছিল। তাঁর অবস্থা দেখুন! কঠোর পরিস্থিতির কারণে তার শরীর থেকে চামড়া সেভাবে খসে পড়ত যেভাবে সাপের খোলস খসে পড়ে।

(আসাদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৮)

একদিন মহানবী (সা.) হযরত মাসয়াবকে এ অবস্থায় দেখেন যে, বৈঠকে তিনি জোড়াতালিযুক্ত কাপড় পরে এসেছেন আর সেই তালিও চামড়ার ছিল। কাপড়ের তালিও ছিল না, কোথাও চামড়া পেয়েছেন আর তা দিয়েই কাপড়ে তালি লাগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সাহাবীরা মাথা নিচু করে নেন। অনেকেই তাঁর মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অবস্থা পূর্বে দেখেছিলেন। কেননা তাঁরা সাহায্য করতে অক্ষম ছিলেন। হযরত মাসয়াব বৈঠকে এসে সালাম করলে মহানবী (সা.) আন্তরিক ভালোবাসার সাথে তার সালামের উত্তর দেন। আর এই সম্পদশালী ব্যক্তির পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। এরপর তাঁর মনোবল দৃঢ় করার জন্য মহানবী (সা.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! বস্তুবাদী মানুষেরা তাদের বস্তুজগত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। আমি মাসয়াবকে সে যুগেও দেখেছি, যখন মক্কা

নগরীতে তার চেয়ে বেশি সম্পদশালী আর কেউ ছিল না। ইনি পিতামাতার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিলেন। পানাহারের উন্নত মানের সকল নেয়ামত তাঁর জন্য উপলব্ধ ছিল কিন্তু খোদার রসূলের ভালোবাসা তাঁকে এ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে আর তিনি সেই সবকিছু খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বিসর্জন দিয়েছেন, ফলে খোদা তা'লা তাঁর পবিত্র চেহারায় জ্যোতিঃ দান করেছেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২)

(কুনযুল আমাল, খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৮২)

হযরত মাসয়াব তবলীগের ক্ষেত্রেও খুব দক্ষ ছিলেন। খুব আন্তরিকতার সাথে তবলীগ করতেন এবং যাদেরকে তবলীগ করতেন তাদেরকে বলতেন, আমার কথা পছন্দ হলে শুন, না হলে শোনার প্রয়োজন নেই, উঠে চলে যাও। মদীনার অপরিচিত লোকদের কাছে এভাবে তিনি সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অনেকেই তার তবলীগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

(সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ৩১১)

হযরত সাদ বিন রাবি (রা.) আরেকজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। মদীনায় হিজরত করে আসার পর মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ধারা গড়ে তোলেন তখন নবী করীম (সা.) তাঁকে হযরত আব্দুর রহমান বিন আওউফের ভাই বানিয়ে দেন। তিনি তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যান, খুব ভালোভাবে আতিথেয়তা করেন এবং বলেন, ভ্রাতৃত্বের এ সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য আমার মন চায় আমার সম্পত্তির অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দিই। এমনকি এও বলেন, আমার দুই স্ত্রী আছে, যাকে আপনার পছন্দ হয় আমি তাকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, আপনি বিয়ে করুন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওউফেরও কিরূপ মু'মিনসুলভ মহিমা ছিল! তিনি বলেন, তোমার সম্পদ এবং তোমার স্ত্রী তোমার জন্যই বরকতের কারণ হোক। আল্লাহ্ এতে সবিশেষ বরকত দান করুন আর বলেন, আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ আমার দিন কেটেই যাবে, আমাকে শুধু বাজারের পথ দেখিয়ে দিন। তোমার পবিত্র আবেগ ও আন্তরিকতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মুনাকিবুল আনসার)

এভাবে তিনি ব্যাবসা আরম্ভ করেন আর এক সময় এমন আসে যখন তিনি অনেক সম্পদশালী ব্যাবসায়ীদের মাঝে গণ্য হতেন। লক্ষ কোটি টাকার তাঁর আয় হত।

হযরত সাদ বিন রাবি ওহুদের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই যুদ্ধেই শাহাদত বরণ করেন। তাঁর শাহাদতের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উব্বি বিন কাব বলেন– মহানবী (সা.) যখন বলেন, সাদ বিন রাবিকে খুঁজে বের কর, যুদ্ধের সময় আমি তাকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখেছিলাম। তিনি বলেন, আমি সাদকে ডাকতে ডাকতে বের হই আর যখন সাদ পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন দেখলাম, তিনি আঘাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক জায়গায় পড়ে আছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম- মহানবী (সা.) আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আর আপনাকে তিনি (সা.) সালাম দিয়েছেন এবং আপনি কেমন আছেন আছেন বা কোথায় আছেন তা জানতে চেয়েছেন। হযরত সাদ প্রত্যুত্তরে বলেন, আমার পক্ষ থেকেও মহানবী (সা.) কে সালাম পৌঁছে দিবেন এবং নিবেদন করবেন যে, বর্শা ও তীরের আঘাতে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। বাহ্যতঃ প্রাণ রক্ষা পাওয়া সম্ভব মনে হচ্ছে না। আর বলবেন, হে রসূলুল্লাহ্! পূর্বের যত নবী ও রসূল অতিবাহিত হয়েছেন জাতির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের চোখ যতটা প্রশান্তি লাভ করেছে, আপনার নয়নকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দ্বারা তার চেয়ে বেশি স্নিগ্ধ করুন। আর আমার জাতিকে সালাম দেওয়ার পর বলবে যে, আল্লাহ্র রসূল তোমাদের মাঝে যতদিন জীবিত আছেন, এই আমানতকে রক্ষা করা তোমাদের জন্য আবশ্যিক দায়িত্ব। স্মরণ রেখো! তোমাদের মাঝে এক ব্যক্তিও যদি জীবিত থাকে আর সে যদি এই আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা দেখায় তাহলে কেয়ামত দিবসে খোদার দরবারে তোমাদের কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না। এই বার্তা দিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৪)

হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের আনসারী (রা.) হযরত মাসয়াবের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলতেন, আমার তিনটি অবস্থা এমন রয়েছে যে, এগুলোর কোন একটিও যদি আমার ওপর বিরাজমান থাকে তাহলে আমি নিজেকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করব। প্রথমটি হল আমি যখন কুরআন করীম তেলাওয়াত করি বা অন্য কেউ যদি তেলওয়াত করে আর আমি শুনি তখন যে ভীতিকর অবস্থা আমার মাঝে বিরাজ করে তা যদি আমার মাঝে স্থায়ী হয় তাহলে আমি নিজকে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করব। দ্বিতীয়টি হল, মহানবী (সা.) যখন খুতবা দেন আর আমি গভীর মনোযোগের সাথে মহানবী (সা.)-এর নসীহত শুনি তখন আমার মাঝে যে অবস্থা বিরাজ করে তা যদি স্থায়ী রূপ ধারণ করে তাহলে আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হব। তৃতীয়টি হল, আমি যখন কোন জানাযায় যোগ দিই তখন আমার অবস্থা এমন হয় যেন সেটি আমারই জানাযা আর আমাকেই যেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ভীতির এই অবস্থা যদি স্থায়ী হয় তাহলে নিজেকে আমি জান্নাতিতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করব।

(মাজমা আয যোয়ায়েদ, ৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৮)

যাহোক, এটি ছিল তার পরম খোদাভীতির পরিচায়ক আর এ অবস্থাই মানুষের মাঝে খোদাভীতিকে জাগ্রত রাখে এবং মানুষ তখন নেক কর্মের বিষয়ে সচেষ্ট থাকে আর সর্বাবস্থায় খোদা তা'লা হৃদয়ে বিরাজ করেন।

সর্বদা তার এই অবস্থা বিরাজ করা যে, এমনটি হলে আমি জান্নাতি হব, বিভিন্ন অবস্থা যার তিনি সম্মুখীন হন আর সব সময় তার এ ধরণের অবস্থা বিরাজ করাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং খোদার সন্তুষ্টিভাজন ছিলেন।

তাঁর একটি বিশেষত্ব হল ইবাদত ও নামাযের প্রতি গভীর ভালোবাসা। তিনি তার পাড়ার মসজিদের ইমাম ছিলেন। অসুস্থতার সময়ও নামাযের জন্য মসজিদে আসতেন। কখনো কখনো দাঁড়িয়ে নামায পড়া কষ্টকর হলেও মসজিদে এসে বসে নামায পড়তেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৭) যেন বাজামা'ত নামাযের পুণ্য থেকে তিনি বঞ্চিত না হন। এই ছিল তাদের অবস্থা আর ইবাদতগুজার লোকের আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ ।

তাঁর মতামতও অত্যন্ত সঠিক হত। তিনি খুবই উন্নতমানের পরামর্শ দিতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত উসায়েদের মতামত আসার পর বলতেন যে, এখন আর মতভেদ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

অনুরূপভাবে, হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের যুগও তিনি পেয়েছেন। হযরত উমরের খিলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের অসাধারণ ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি আওউস গোত্রের নেতা ছিলেন। গোত্রের লোকদেরকে তিনি বলেন, খিলাফতের সাথে মদীনার অন্য কোন গোত্র মতভেদ করুক বা না করুক আমরা কখনো কোন মতভেদে লিপ্ত হব না আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হাতে বয়আত করব।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩১)

আরেকজন আনসারী সাহাবীর নাম হল হযরত উব্বাই বিন কাব (রা.), তিনি একজন নেককর্মশীল আলেম ছিলেন। রীতিমত পাঁচবেলার নামায মহানবী (সা.)-এর সাথে পড়তেন। নিয়মিত নামায পড়া সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর এক উক্তি শোনান। ফযরের নামাযের পর মহানবী (সা.) কয়েকজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে তারা নামাযে আসেন নি? এরপর তিনি বলেন, দুই বেলার নামায অর্থাৎ ফযর ও এশা দুর্বল ঈমানের লোক এবং মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে। যদি তারা জানে যে এই দুই নামাযের সোয়াব বা পুণ্য কত বেশি তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হলেও অবশ্যই এসব নামাযে যোগ দিবে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৫)

ফযর এবং এশা সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে তাগিদপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন।

কিছু বিষয়ের সমাধান–সংক্রান্ত বর্ণনাও তার রয়েছে। একবার এক ব্যক্তি হযরত উব্বাই বিন কাবকে প্রশ্ন করেন যে, সফরকালে পথিমধ্যে আমরা একটি চাবুক পেয়েছি (ঘোড়া চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এ চাবুক,) । জিজ্ঞেস করেন যে এটি কি করব, হযরত উববায় বিন কাব বলেন, এটি তো একটি চাবুক। একবার আমি একশত দিনার পেয়েছিলাম, আমি রসূলে করীম (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, একটি বস্তু আমি কুড়িয়ে পেয়েছি। মহানবী (সা.) বলেন যে, এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা কর যে, আমি হারানো বস্তু পেয়েছি, মালিক এসে যেন নিয়ে যায়। এক বছর ঘোষণার পরও যখন মালিক যখন এল না, তখন আমি একশত দিনার নিয়ে মহানবী (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) বলেন যে, আরও এক বছর ঘোষণা কর। পরবর্তী বছরেও কেউ না এলে তিনি (সা.) বলেন যে, আরেক বছর ঘোষণা করতে থাক। তৃতীয় বছরের ঘোষণার পরও যখন কেউ আসে নি, চতুর্থবার তিনি মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন যে, এই দিনার এখন তুমি নিজে ব্যবহার কর নির্দ্বিধায়।

(সহী বুখারী, কিতাব ফিললুকাতাহ)

তো এই হল তাকওয়ার মান।

একবার তিনি মহানবী (সা.) কে বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যখন দোয়া করি আপনার প্রতি বেশি বেশি দরুদ প্রেরণ করতে আমার মন চায়। দোয়ার এক চতুর্থাংশ যদি দরুদেই কাটাই এটি কি যথার্থ হবে? মহানবী (সা.) বলেন যতটা মন চায় দরুদ পড়। ইচ্ছা হলে এর চেয়ে বেশিও পড়তে পার, তখন হযরত উববায় বলেন যে, যদি আমি অর্ধাংশ দোয়ার মাঝে কাটাই, তবে কি যথাযথ হবে? মহানবী (সা.) বলেন যে, যতটা চাও পড়, এর চেয়ে বেশি যদি পড়তে চাও পড়তে পার, সেটি উত্তম হবে। হযরত উবায় বলেন যে, যদি দোয়ার দুই তৃতীয়াংশ সময় দরুদে অতিবাহিত করি তা কি যথার্থ হবে? তিনি বলেন যতটা চাও পড় এর বেশিও পড়তে পার, এর বেশি যদি পড়তে পার তাহলে পড়। তখন হযরত উববায় তার আন্তরিক বাসনা ব্যক্ত করে বলেন- হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি দোয়ায় কেবল দরুদ পড়াই পছন্দ করব, মহানবী (সা.) বলেন যে, যদি তোমার দোয়ার সময়ের বেশির ভাগ দরুদে কাটাও, খোদা তা'লা তোমার সকল দু:খ, বেদনা দূরীভূত করার দায়িত্ব স্বয়ং নিবেন, তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হবে আর এটি খোদার দৃষ্টিতে তোমার সুউচ্চ মর্যাদার কারণ হবে।

(সুনান তিরমিযি, কিতাব সাফাতুল কিয়ামাহ)

কুরআনের প্রতিও তাঁর গভীল ভালোবাসা ছিল, অজস্র ধারায় তেলাওয়াত করতেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬০)

তাঁর আমানত এবং বিশ্বস্ততাও ছিল পরম মার্গের। মহানবী (সা.) একবার তাঁকে যাকাত সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করে মদীনা সংলগ্ন বনী আজরা এবং বনী সাদ নামের গোত্রে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সেখানে গিয়ে যাকাত সংগ্রহ করি। ফেরার পথে মদীনার কাছে এমন এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সাথে দেখা হয়, যার পুরো উট পালের এক বছর বয়স্কা একটি গাভী উট যাকাত নির্ধারিত হয়। তার কাছে উট ছিল, যাকাত দাঁড়ায় একবছর বয়সের এক গাভী উট। আমি বললাম, এক বছর বয়সের গাভী উট যাকাত হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বলেন এক বছর বছরের গাভী উটনি যাকাত হিসেবে নিয়ে কি করবেন, এটিকে তো বাহন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না আর পণ্য পরিবহনের কাজেও ব্যবহার করা যাবে না। আমি আপনাকে বয়স্কা এক সুন্দর উটনী যাকাত হিসেবে দিব, যা কোন কাজেও আসবে। হযরত উবায় বিন কাব বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমি একজন আমিন মাত্র, আমানত বা যাকাত একত্রিত করতে এসেছি, বয়স্ক গাভী উট নেওয়া আমার জন্য সম্ভব নয়। অপর দিকে দ্বিতীয় ব্যক্তিও ছিলেন নিষ্ঠাবান, তিনি জোর দিচ্ছিলেন যে, বয়স্কা উটনি আপনি গ্রহণ করুন, তখন হযরত উববায় বলেন, তুমি মহানবীর কাছে নিজেই এসে বিষয় উপস্থাপন কর আর উটনি দাও। সেই সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, আপনি বয়স্কা উটনি গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) তাঁর এই কুরবানীতে অত্যন্ত প্রসন্নতা ব্যক্ত করে বলেন, যদি তুমি স্বেচ্ছায় সানন্দে এই উট দিতে চাও তাহলে খোদা তোমাকে এর জন্য উত্তম প্রতিদান দিবেন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৯-১৪০)

হযরত উবায় অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।কুরআনে করীমের সুগভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর বৈঠকে গভীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হত। এক কথায় তার এক সুমহান মর্যাদা ছিল। সাহাবীদের এই সুমহান মর্যাদার কল্যাণই আজকাল প্রবাহমান রয়েছে, যা থেকে আজকে আমরা লাভবান হই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"মহানবী (সা.) এর কাছে এমন কি জিনিস ছিল যার কারণে সাহাবারা এত নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন? তারা শুধু মূর্তি পূজা আর সৃষ্টি পূজাই পরিহার করেন নি বরং তাদের ভিতর থেকে জগতের প্রতি আকর্ষণ বা চাহিদাই হারিয়ে গেছে। তারা খোদার দর্শন লাভ করতে আরম্ভ করেছে। তারা গভীর আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে খোদার পথে এমনভাবে নিবেদিত ছিলেন যেন তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ইব্রাহিম। তারা পুরো নিষ্ঠার সাথে খোদার প্রতাপ প্রকাশার্থে সেই কাজ করেছেন যার দৃষ্টান্ত এর পর আর কখনও সৃষ্টি হয় নি আর সানন্দে খোদার পথে মৃত্যু বরণ করাকে গ্রহণ করেছেন এবং কতক সাহাবী যারা তাৎক্ষণিকভাবে শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেন নি তারা ভেবেছেন যে আমাদের নিষ্ঠায় হয়তো কোন ত্রুটি আছে, যেভাবে আয়াতে উল্লেখ আছে مِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ অর্থাৎ তাদের কতক শাহাদত বরণ করেছেন আর কতক শাহাদতের অপেক্ষায় ছিলেন। (আল-আহযাব: ২৪) তিনি বলেন এখন দেখা উচিত যে, অন্যদের মত কি তাদের কি কোন চাহিদা ছিল না, সন্তান সন্ততির ভালোবাসা এবং অন্যান্য মানুষের সাথে কি তাদের সম্পর্ক ছিল না! কিন্তু এ আকর্ষণ তাদেরকে এমন পাগলপ্রায় করে রেখেছিল যে, ধর্মকে সবকিছুর ওপর তারা প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৮)

তিনি আরো বলেন, মক্কায় কুরাইশের মু'মিনেরা মহানবী (সা.) এর সমর্থন এবং হেফাজত করেছিলেন, যাতে অন্য কোন জাতির মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল না, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। এটি কেবল ঈমানী শক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানের শক্তিরই সমর্থন ছিল। খাপ থেকে কোন তরবারিও তারা বের করেননি, কোন বর্শাও হাতে নেন নি বরং দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করা তাদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তাদের কাছে কেবল ঈমানী শক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতির সমুজ্জ্বল অস্ত্রই যার ঔজ্জ্বল্য ধৈর্য্য , অবিচলতা, ভালোবাসা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং ঐশী ও ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশ পেত। তারা মানুষের গালি শুনতেন, তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হত, সকল প্রকার লাঞ্ছনা তারা দেখতেন কিন্তু প্রেমে এমন বিভোর ছিলেন যে, কোন কষ্টের ভ্রুক্ষেপ করেন নি, কোন পরীক্ষায় তারা ভীতত্রস্ত হতেন না। ইহজাগতিক জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.) এর কাছে তখন কি ছিল যার আশায় তারা নিজেদের প্রাণ এবং সম্মানকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। জাতির সাথে পুরনো এবং লাভজনক সম্পর্ককে তারা ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। তখন মহানবী (সা.)-এর অসচ্ছলতা, কাঠিন্য এবং শোচনীয় অবস্থা ছিল। আর ভবিষ্যতে আশায় বুক বাঁধার মত কোন লক্ষণ বা চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না। অতএব, এমন কষ্টদায়ক যুগে তারা যে অকৃত্রিম ভালবাসা ও নিষ্ঠা নিয়ে এই গরীব দরবেশের শরণাপন্ন হয়েছিল (দরবেশ বাদশাহ যিনি অসাধারণ এক বাদশাহ ছিলেন,) সে যুগে ভবিষ্যতের সম্মানের আশা রাখা দূরের কথা স্বয়ং এই মহান বীর সংস্কারকের স্বয়ং নিজেরই জীবন সংশয় দেখা দিয়েছিল। এই বিশ্বস্ততার সম্পর্ক শুধু ঈমানী আবেগের কারণে ছিল যার নেশায় তারা প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য এমনভাবে দণ্ডায়মান হন যেভাবে তীব্র পিপাসার্ত ব্যক্তি সুমিষ্ট প্রস্রবনের সামনে অবলিলায় দাঁড়িয়ে যায়।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫১-১৫২)

সিররুল খিলাফায় তিনি (আ.) বলেন-

اِعْلَمُوْا رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ كَانُوْا كَجَوَارِحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخْرَ نَوْعِ الْاِنْسَانِ فَبَعْضُهُمْ كَانُوْا كَالْعُيُوْنِ وَبَعْضُهُمْ كَانُوْا كَالْاٰذَانِ وَ بَعْضُهُمْ كَالْاَيْدِيْ وَبَعْضُهُمْ كَالْاَرْجُلِ مِنْ رَّسُوْلِ الرَّحْمَانِ وَكُلَّ مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ اَوْ جَاهَدُوْا مِنْ جُهْدٍ فَكَانَتْ كُلُّهَا صَادِرَةً بِهٰذِهِ الْمُنَاسَبَاتِ وَكَانُوْا يَبْغُوْنَ بِهَا مَرْضَاةَ رَبِّ الْكَائِنَاتِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

(سر الخلافة، روحانی خزائن، جلد 8، صفحہ 341)

আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চয় সব সাহাবী রসূলে করীম (সা.)-এর জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সদৃশ ছিলেন, মানব জাতির গর্ব ছিলেন। রসূলুল্লাহর জন্য রহমান খোদার পক্ষ থেকে কতক চোখ সদৃশ, কতক কান আর কতক হাত সদৃশ ছিলেন আর কতক পায়ের মত ছিলেন মহানবী (সা.)-এর জন্য। এই সাহাবীরা যে কাজই করেছেন বা যে চেষ্টা সাধনা করেছেন সে সব কিছুই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে পূর্ণ সামঞ্জ্যপূর্ণ ছিল। বিশ্ব প্রতিপালক খোদা তা'লার সন্তুষ্টিই ছিল এ সব কিছুর উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সাহাবীদের আদর্শ অনুকরণে আল্লাহ্ এবং রসূলের প্রতি ভালোবাসায় সমৃদ্ধ করুন। আমাদের প্রতিটি কর্ম যেন খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে হয়।

নামাযের পর আমি এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি আরিফা ডিফেন্ড হলার সাহেবার জানাযা। ফাহিম ডিফেন্ড হলার সাহেবের স্ত্রীর জানাযা। যিনি বেনিনে বসবাস করছিলেন। ১১ ডিসেম্বর বেনিনে হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি এক ব্যাংকে চাকরি করতেন। ২০02 সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে(রাহে.) এর মঞ্জুরি সাপেক্ষে ফাহিম ডিফেন্ড হলার সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি একজন ডাচ আহমদী, তখন মরহুমা ইসলাম গ্রহণ করেন নি কিন্তু জামা'তের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। বিয়ের পর তিনি রমযান মাসে অভিজ্ঞতার জন্য রোযা রাখেন। তার স্বামী ফাহিম সাহেব একজন ডাচ আহমদী। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা একদিন কথা বলছিলাম, তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন, আমি ভাবলাম যে হয় তো কোন শক্ত কথা আমি তাকে বলেছি, যে কারণে কাঁদছেন, পরে মরহুমা বলেন যে, তিনি তার এবং আহমদীয়তের তুলনা করছিলেন, এরপর তার অনুভূতি জাগে যে আমার এবং আহমদীয়াতের মাঝে পার্থক্য অনেক বেশি,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524
সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান
The Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516
POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019
Vol-3 Thursday, 1 Feb, 2018 Issue No. 5

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমি তো কখনও কোন আহমদী মুসলিম হতে পারব না। এই বঞ্চনার চেতনায় আমাকে কাঁদিয়ে তুলেছে। ফাহিম সাহেবের সাথে গাম্বিয়ার সফরেও যান, সেখানে জামা'তের কাজ দেখেন, তার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে, ফাহিম সাহেব এরপর তাকে সেখানে বয়আত ফরম দেন, বয়আত ফরম পড়েন, বয়আতের শর্তাবলী পড়েন, শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন, প্রথমে মহিলা বলেন যে, আমি কখনও এতে স্বাক্ষর করতে পারব না কিন্তু পড়ার পর তিনি স্বল্পতম সময়ের ভিতর ২০০৬ সালের ১৮ মার্চ বয়আত ফরম পুরণ করেন আর এরপর বয়আতের চিঠিও আমাকে লেখেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, জামা'তের কাজে স্বামীর সাহায্য করতেন। হল্যান্ড জামা'তের প্রেস সেক্রেটারীও ছিলেন আর অনুবাদের কাজে সাহায্য করতেন তাকে। ওসীয়্যতের যখন তাহরীক করা হয়, ওসীয়্যত সম্পর্কে যখন জানতে পারেন, আমার খুতবা শুনেন, শীঘ্রই তিনি ওসীয়তও করেন। ২০০৯ সনে মরহুমা স্বামী ফাহিম সাহেবের সাথে জীবন উৎসর্গ করেন। হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধিনে যে এতিমখানা নির্মিত হয় পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনে তিনি সেখানে স্থানন্তরিত হন। বাহ্যত এটি একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত মনে হত। কেননা, ব্যাংকে ভালো চাকরি করতেন তিনি, সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। হল্যান্ডের মুরব্বী ইনচার্জ বলেন আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি যে, আফ্রিকার অবস্থা তত আরাম দায়ক নয়, মানসিকভাবে প্রস্তুতির জন্যই বলি। মরহুমা বলেন যে, মুরব্বী সাহেব, আমাকে এসব কিছু বলার প্রয়োজন নেই, আমি ভেবে চিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার আত্মীয়স্বজনও তাকে বলেন যে, আফ্রিকা চলে গেছেন আর তার আত্মীয়স্বজন ধরে নিয়েছেন যে, জামা'তে আহমদীয়া একটি কোম্পানির মত, কেননা, কোম্পানিরা অনেক সময় দেউলিয়া হয়ে গেলে কিছুই বাকী থাকে না। কোথাও এমন না হয় যে, সেখানে গিয়ে দু কুলই সবই হারাবে। তিনি খ্রিষ্টান আত্মীয়স্বজনদের উত্তর দেন যে, তার ঈমান বড় দৃঢ় ছিল। তিনি বলেন যে, এটি নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই, জামা'তে আহমদীয়া এক কোম্পানি নয় যে, দেউলিয়া হয়ে যাবে, এটি কখনও দেউলিয়া হতে পারে না। আমি যদি মারা যাই, আমি সেই এতিম খানায় কবরস্থ হওয়া পছন্দ করব। মরহুমা ইউরোপিয়ান সমাজে লালিত-পালিত হয়েছেন, বড় হয়েছেন, খুব ভাল চাকরিও করতেন, তা সত্ত্বেও আফ্রিকায় বড় কষ্টকর পরিস্থিতির ভিতর খুব সুন্দরভাবে ওয়াকফ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। গভীর দায়িত্ববোধের সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

যখন থেকে আহমদী হয়েছেন রীতিমত নামায পড়তেন, তাহাজ্জদ গুজার ছিলেন, কখনও নামায ত্যাগ করতেন না বরং অন্যদেরকেও যথাসময় নামায পড়ার নসীহত করতেন। রীতিমত মনোযোগসহকারে খুতবা শুনতেন। আর সব কথা, নসিহতপূর্ণ কথা হলে আমল করার চেষ্টা করতেন। ইসলাম আহমদীয়াতের প্রতি ধারণা এভাবে করা যায় যে, অন্য আহমদী যাদেরকে দেখতেন যে, ইসলামী এই শিক্ষা পুরোপুরি অনুসরণ করছে না, খুবই দু:খ-ভারাক্রান্ত হতেন যে, এরা কেন আহমদী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শিক্ষা কেন অনুসরণ করে না। রীতিমত কুরআন তেলাওয়াত করতেন আর অনুবাদ এবং তফসির পড়ে বুঝার চেষ্টা করতেন। তাদের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল, তিনি এতিম খানার ইনচার্জ ছিলেন। তাদেরকেই নিজের সন্তান হিসেবে বরণ করেছিলেন।হিউম্যানিটি ফার্স্টের আহমদ এহিয়া সাহেব বলেন যে, আমি সেখানকার এতিমখানা দারুল একরাম যা জামা'ত পরিচালনা করছে তা দেখার জন্য গিয়েছি, দেখার সুযোগ হয়েছে, তখন দারুল একরামে দুই মাস থেকে আরম্ভ করে ১২ বছর বয়স্ক বালক ছিল, যদিও ইস্টাফও ছিল কিন্তু দুই মাসের এক এতিম কন্যা সব সময় তার কোলে আমি দেখেছি। কোন শিশুর স্বাস্থ্য ভাল না হলে গভীর উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ নিয়ে তার জন্য বিশেষ ঔষধের ব্যবস্থা করতেন। পড়ালেখা সংক্রান্ত রিপোর্টে কোন কথা যদি মনোযোগের দাবি রাখত তা বিভিন্নভাবে তার উন্নয়নের চেষ্টা করতেন, গভীর উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার সাথে। তিনি বলেন আমি যখনই তাকে তার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কোন প্রশ্ন করেছি যে, কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন। তিনি এটি উত্তর দিতেন যে, আমরা তো জীবন উৎসর্গ করেছি, আমরা ওয়াকফ, আমরা খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আর এতিম শিশুদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি আর আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন আসলে তার উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন কথা হলে তাৎক্ষণিভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একইভাবে আথর জুবায়ের সাহেব যিনি জার্মানির হিউম্যানিটি ফার্স্টের চেয়ারম্যান, তিনি বলেন যে, তার স্বামী ফাহিম সাহেব বলেছেন, শুরু থেকেই লটারী খেলার অভ্যাস ছিল, ইউরোপের সর্বত্র এর প্রচলন রয়েছে, তখন তাকে বলা হয় ইসলামে এটি নিষেধ, এটি শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিত্যাগ করেন আর লটারীতে যে অর্থ নষ্ট করতেন তা সাপ্তাহিক চাঁদা হিসেবে জামা'তকে দেয়া আরম্ভ করেন। বিভিন্ন সফরের রিপোর্টস যখন দিতাম অর্থাৎ ড. আথর জুবায়ের সাহেব জার্মানির বিভিন্ন সফরে থাকেন। সফরের বৃত্তান্ত শুনে তিনি খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন, চোখে পানি নেমে আসত, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, সেখানকার মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধাবোধও ছিল এই ভালোবাসার, পাড়ার মানুষ যেখানেই যে পাড়ায় থাকত, পাড়ার সব মানুষ তাকে মামা হিসেবেই ডাকত এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে তার কাছে পরামর্শ চাইত।

বেনিনের আমীর জামা'ত লিখছেন যে, চাঁদার বিষয়ে খুবই সচেতন থাকতেন, রীতিমত চাঁদা দিতেন আর পতনোভু অঞ্চলের মুবাল্লেগের কাছে দুই তিনবার বলেন যে, আপনি এসে আমাদের কাছ থেকে সময়মত চাঁদা নিয়ে যাবেন। সব সময় ওসীয়্যতের চাঁদা প্রথম সুযোগেই দিয়ে দিতেন। আমি যখন বায়তুল ফুতুহ নবনির্মাণের তাহরীক করি, উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এ খাতে অংশ নেন আর চাঁদা সংক্রান্ত তথ্যও সংগ্রহ করেন। আহমদীয়া দারুল একরামে মনোযোগসহকারে আন্তরিকতা, ভালোবাসার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। দুধের শিশুদের কোলে নিয়ে ঘুরে বেরাতেন, তাদের দেখাশোনা করতেন। তার মৃত্যুর মাধ্যমে মনে করি দারুল একরামের শিশুরা এখন এতিম হয়েগেছে, আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রতি রহম এবং কৃপা করুন এবং মাগফেরাত করুন। এমন বিশ্বস্ত এবং ওয়াকফের চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে দান করুন।

বারোর পাতার পর......

জামাত আহমদীয়া যেন চিরকাল এই জিহাদকেই অব্যাহত রাখে। এই জলসার কল্যাণে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হল। আমাদের ইচ্ছা এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করা। আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্য অসাধারণ এবং মনমুগ্ধকর বিষয় ছিল যেখানে সমস্ত মানুষ এক প্রাণ হয়ে অঙ্গিকারবদ্ধ হচ্ছিল এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছ থেকে বরকত গ্রহণ করছিল।

এই সাক্ষাতপর্বটি ১১টা ৩৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

বুর্কিনাফাসোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

বুর্কিনাফাসো থেকে তিন জন সদস্য এসেছিলেন। যাদের মধ্যে একজন ছিলেন মি. যউকামারে সাহেব যিনি মানবাধিকার কমিশনের সদর। তিনি বলেন: আমরা চেষ্টা করি বুর্কিনাফাসোতে যেন গোত্র এবং ধর্মের বিষয়ে কোন সমস্যা না দেখা দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি সমস্যা না হয় তবে আপনারা সফল হবেন আর আপনাদের দেশ উন্নতি করবে। ভদ্রলোক বলেন: আমি হুযুরের ভাষণ শুনেছি। এমন ভাষণের একান্ত দরকার। এই মূহুর্তে পৃথিবীতে যে অশান্তি, অস্থিরতা এবং পরস্পরকে আক্রমণের পালা চলছে সে সমস্ত কিছুর উত্তর হুযুরের ভাষণে রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদেরকে পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী দিতে হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। সন্ত্রাস ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সরব হতে হবে এবং আর আমরা সরব হব। সবার আগে মানবতা এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ।

(ক্রমশঃ........)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir